CMYK

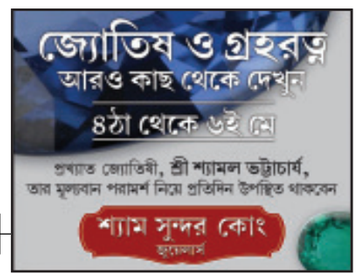





ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 May, 2023 ■ আগরতলা ৫ মে, ২০২৩ ইং ■ ২১ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা





### উপজাতি তালিকায় অন্তর্ভূক্তি নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশের প্রতিবাদ অল ট্রাইবেলস স্টুডেন্টস ইউনিয়নের

# অগ্নিগর্ভ মণিপুর, দেখা মাত্র গুলির নির্দেশ রাজ্য সরকারের

**ইমফল, ৪ মে (হি.স.)।।** অগ্নিগর্ভ মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দেখা মাত্রই গুলির নির্দেশ জারি হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার মণিপুরের রাজ্যপাল সুশ্রী অনুসুইয়া উকি এই আদেশ জারি করেছেন। সিআরপিসি ১৯৭৩-এর অধীনে মণিপুরের স্বরাষ্ট্র দফতরের কমিশনার টি রঞ্জিত সিং রাজ্যপালের পক্ষে এই আদেশ জারি করেছেন।

প্রসঙ্গত, মণিপুর রীতিমতো জ্বলছে। হিংসাজর্জর আটটি জেলায় সেনা বাহিনী নামানো হয়েছে। খবরে প্রকাশ, গতকাল রাতে সংগঠিত সহিংসতায় ১১ জন সাধারণ মানুষ আহত হওয়ার পাশাপাশি কাংপোকপি জেলার সাইকুলে নিরাপত্তারক্ষীর গুলিতে মারা গেছেন দুই আন্দোলনকারী। এ ঘটনার পর আগুনের ওপর ঘি পড়ার অবস্থা হয়েছে রাজ্যে। হিংসাজর্জর এলাকায় ফ্ল্যাগমার্চ করছে সেনাবাহিনী। এছাড়া সহিংসতার শিকার চার হাজারের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দা এখন সেনাবাহিনীর আশ্রয়ে রয়েছেন।

এদিকে, মণিপুরের উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং রাজ্যবাসীর কাছে শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন। আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ইমফল, বিষ্ণুপুর এবং মোরেহ জেলায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা অনভিপ্রেত। এ ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে সংশ্লিষ্ট বিক্ষোভকারীদের কাছেও আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

গতকাল বিকেলে 'অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, মণিপুর' (এটিএসইউএম) আহূত সংহতি মিছিলের পর পাহাড়ি জেলা বিষ্ণুপুর, ফেরজাওল, জিরিবাম, পশ্চিম ইমফল, থউবাল, টেংনোপাল, কাকচিং এবং কাংপোকপিতে ব্যাপক সহিংসতা ছড়িয়েছে। ফলে রাতেই মণিপুরের আট জেলায় সিআরপিসির ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ওই সব জেলাগুলিতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকলে আজ সকালে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্ধ্য আইন বলবৎ করা হয়েছে। নামানো হয়েছে ভারতীয় সেনা বাহিনী। জানা গেছে, উপদ্রুত এলাকাগুলিতে সেনা জওয়ানরা ফ্ল্যাগমার্চ করছেন।

প্রসঙ্গত, মণিপুর হাইকোর্ট মেইতেই সম্প্রদায়কে তফশিলি উপজাতি (এসটি) তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য মণিপুর সরকারকে এক নির্দেশ দিয়েছে। এরই প্রতিবাদে 'অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, মণিপুর'-এর উদ্যোগে গতকাল বিকেলে মণিপুরের কয়েকটি উপজাতি সংগঠন 'সংহতি মিছিল'-এর আয়োজন করেছিল। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা মণিপুরের বুংমুয়ালে বন বিভাগের বিট অফিস পুড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি কয়েক জায়গায় টায়ার পোড়ানোর মতো বিচ্ছিন্ন ঘটনা সংগঠিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন



মণিপুরের বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

### মণিপুরে পাঠরত রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।।** মণিপুরের সাম্পতিক অস্থির পরিস্থিতির বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার নজরে এসেছে। এই প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী আজ মণিপুরের রিমস ও অন্যান্য কলেজে পাঠরত রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের বিষয়ে খোঁজখবর নেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্য প্রশাসন থেকে মণিপুরের বিভিন্ন কলেজে পাঠরত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## নিরাপত্তার দাবীতে থানায় ধর্না রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার হওয়া পরিবারের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।।** রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস মোকাবেলায় পুলিশকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেও শাসকদলের একাংশ মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশ অমান্য করে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে হিংসাত্মক কার্যকলাপ অব্যাহত রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী এসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপ মোকাবেলার জন্য একটি টাক্স ফোর্স গঠন করেছেন।

কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি মোকাবেলা করা রীতিমত চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ মিলেছে। বুধবার রাতেও রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন পূর্ব চাঁদমারি এলাকায় একটি বাড়িতে সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে। তাতে এলাকার জনগণের তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এব্যাপারে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। আক্রান্ত পূর্ব চানমারির বাসিন্দা দেবাশিস বর্মণ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এবং ন্যায় বিচার পাওয়ার দাবিতে স্ব পরিবারে এন সি সি থানায় ধর্নায় বসে। পুলিশের কাছে ঘটনা তুলে ধরে বিহিত চান।

নির্বাচন উত্তর সন্ত্রাস মোকাবেলায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে রাজ্যের শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ স্বাগত জানিয়েছে। প্রশংসা কুড়িয়েছে সর্বত্র। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা ও পদক্ষেপ গ্রহণের ঘোষণার পরেই একাংশ অত্যুৎসাহীর কারনে বদনামের ভাগীদার হচ্ছে সরকার ও শাসক দল। তাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ অব্যাহত। এমনই এক ঘটনা সামনে এল বৃহস্পতিবার। এদিন পূর্ব চানমারির বাসিন্দা দেবাশিস বর্মণ স্ব পরিবারে এন সি সি থানায় ধর্নায় বসে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আগরতলার পৃথক স্থানে বিস্তর নেশা সামগ্রী উদ্ধার, গ্রেপ্তার পাঁচ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।।** অরুন্ধতীনগর এবং ধলেশ্বরে পৃথক অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ। দুটি স্থান থেকে আটক করা হয়েছে পাঁচজন নেশা কারবারিকে। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস থানায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। আটক নেশা কারবারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে জড়িত আরো কয়েকজনকে আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গঠন করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই পুলিশ এ ধরনের কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের এক আধিকারিক। এ ধরনের অভিযান লাগাতর চালানো হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকায় যেসব স্থানে নেশা কারবারিদের আনাগোনা এবং নেশা সামগ্রী মজুদ রয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উদ্ধার করে নেশা কারবারিদের আটক এবং মজুদ নেশা সামগ্রী উদ্ধারের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলেও পুলিশ জানিয়েছে। রাজ্যকে নেশা মুক্ত করার কাজে সর্বস্তরের জনগণের কাছ থেকেও পুলিশ সহযোগিতা আহবান করেছে।

রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় একাংশ অসাধু ব্যবসায়ী দেদার নেশার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। অনেকে বাড়িতেই মজুত করছে নেশা সামগ্রী ড্রাগস। পুলিস এসবের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সাফল্যও পাচ্ছে। বৃহস্পতিবার গোপন খবরের ভিত্তিতে এ ডি নগর থানার পুলিস হানা দেয় এম বি টিলা কৃষ্ণ দেবনাথের বাড়িতে। নেশা কারবার চালানোর অভিযোগে কৃষ্ণ দেবনাথকে আটক করে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রাজ্যে করোনা আক্রান্ত আরও ১১ জন সুস্থ হয়েছেন ২, সক্রিয় রোগী ৪৩

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।।** ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমন প্রচন্ড গতি পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ত্রিপুরায় ১১ জন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। অন্যদিকে ২ জন ওই রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। দৈনিক সংক্রমণের হার হয়েছে ১.০৮ শতাংশ। ফলে, বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৭ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ১০১২ জন মোট ১০১৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ১১ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে হয়েছে ১.০৮ শতাংশ। এদিকে, ২ জন সুস্থও হয়েছেন। তাতে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৪৩ জন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০৮১০৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৭০৫৮ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৫ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০৩ শতাংশ। এদিকে, ০.৮৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তর ত্রিপুরা জেলায় সর্বাধিক ৪ জন, দক্ষিণ এবং খোয়াই জেলায় ২ জন করে ও সিপাহিজলা, গোমতী এবং ঊনকোটি জেলায় ১ জন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি দুই জেলায় নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হননি।

### রাজধানীতে হোটেল ভাড়া করে থাকছে চোরের দল, গ্রেপ্তার এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।।** রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার বাড়ি ঘরে এবং বিভিন্ন হোটেল ও লজে অস্থায়ীভাবে ভাড়া থেকে চোর চক্র বিভিন্ন স্থানে চুরির ঘটনা সংঘটিত করে চলেছে। গোপন সূত্রের সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে রাজধানীর আগরতলা শহর এলাকার জিবি বাজারে একটি হোটেলের রুম থেকে এক দাগি চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

জানা যায় গত বেশ কিছুদিন ধরেই হোটেলের রুম ভাড়া করে থাকত ওই চোর। কিন্তু সে পুলিশের নজর এড়াতে পারেনি। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে পুলিশ হানা দিয়ে তাকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এই চক্রে আরো বেশ কয়েকজন জড়িত রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। আটক চোরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ এই চক্রের আরো কয়েকজনের নাম ধাম উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে এবং তাদেরকে জালে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা যায় গোপন

খবরের ভিত্তিতে জিবি বাজার এলাকার একটি হোটেলে অভিযান চালিয়ে আটক এক কুখ্যাত বাইক চোর। আটক কুখ্যাত বাইক চোরের নাম ক্ষিতীশ সরকার। বাড়ি প্রতাপগড় এলাকায়।জানা যায় সে বেশ কয়েকদিন যাবত জিবি বাজার এলাকার ব্যবসায়ী প্রদীপ গোপের হোটেলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রাজ্যে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।।** ত্রিপুরায় একটি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।আজ রাজধানী আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়ুষ সি.এইচ.ও দের নিয়ে আয়োজিত রাজ্য ভিত্তিক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে একথা দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

এদিন তিনি বলেন, অ্যালোপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতিও ব্যাপক আস্থা রয়েছে জনসাধারনের। এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে শিশু, মহিলা এবং বৃদ্ধ সহ সকল অংশের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় যথেষ্ট কার্যকরী বলে তিনি মনে করেন।

তাঁর কটাক্ষ, পূর্বতন সরকার ডাক্তারদের নিয়ে রাজনীতি করতেন। ওই আমলে ত্রিপুরার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে ভুলে গিয়েছিলেন মানুষ। সেই মানুষ এতদিন নাস্তিক পরিবেশ দেখেছেন। কিন্তু ত্রিপুরার বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠার ফলে আস্তিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

## চাকরির দাবীতে স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে ডেপুটেশন বেকার রেডিওগ্রাফারদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।।** রেডিওগ্রাফার নিয়োগের দাবিতে ফের স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবক যুবতীরা। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনৈক রেডিওগ্রাফার জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় প্রায় ৩৫০জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রেডিওগ্রাফার আছেন। এয়োদশ বিধানসভা নির্বাচনের আগে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হলে সকলকেই আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল অতিসত্বর নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। তাঁদের অভিযোগ, পর্রবতী সময়ে স্বাস্থ্য দফতর থেকে ১০৬টি শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত একজনকেও নিয়োগ করা হয়নি। তাঁদের আরও অভিযোগ, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন




### আজ বেছে নেওয়া হবে শরদের উত্তরসূরি

মুম্বই, ৪ মে (হি.স.) : দীর্ঘ ২৪ বছর বাদে এনসিপি'র সুপ্রিমোর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা করেছেন দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শরদ পওয়ার। যদিও দলের নেতারা তাঁকে ছাড়তে চাইছেন না। তবে নিজের সিদ্ধান্তে এখনও অটল মারাঠা স্ট্রংম্যান। শেষ পর্যন্ত যদি তিনি সিদ্ধান্ত না বদলান তাহলে দলের নেতৃত্বের ব্যাটন কার হাতে তুলে দেওয়া হবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আগামীকাল শুক্রবার বৈঠকে বসছেন এনসিপির শীর্ষ নেতারা।

সূত্রের খবর, শরদের উত্তরসূরি হিসেবে এগিয়ে রয়েছেন কন্যা সুপ্রিয়া সুলে। তবে শরদ-ঘনিষ্ঠদের চাল ভেস্তে দিয়ে দলের সভাপতির পদ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন






# উৎসাহ উদ্দীপনায় পালিত হচ্ছে বুদ্ধ পূর্ণিমা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।।** আজ বুদ্ধ জয়ন্তী। ভগবান বুদ্ধের ২৫৬৭ তম বুদ্ধ জয়ন্তী। এই উপলক্ষে রাজ্য জুড়ে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। গতকাল থেকে সাব্রুমের ঐতিহ্যবাহী বদ্ধমন্দিরে শুরু হয়ে গেছে বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে মেলা। আগরতলার বেনুবন বিহার সেজেও সেজে উঠেছে আলোক মালায়। সন্ধ্যা থেকেই চলছে পূজা পাঠ।

ইতিমধ্যেই সাব্রুমের ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধ মন্দিরে হাজির হয়ে গেছেন ভক্তপ্রাণ মানুষ। বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় রক্তদান এবং সেবামূলক কর্মসূচি আয়োজন করেছেন বহু সেচ্ছাসেবী সংগঠন। অনেকে এই দিনটিকে বৈশাখী পূর্ণিমা হিসেবেও পালন করে আসছে। ছুটির আমেজে শুক্রবার দিনভর মানুষ বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব বা বৈশাখী উৎসবের আনন্দ উপভোগ করবেন। গোটা রাজ্যেই তার জন্য প্রস্তুত। রাজ্যেও বুদ্ধ জয়ন্তী উদযাপনে সব রকম প্রস্তুতি চলছে।

এই উপলক্ষে আগরতলার বেনুবন বুদ্ধ বিহারের পক্ষ থেকে আজ আগরতলার কেন্সার হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল, দুধ ইত্যাদি বিতরন করা হয়। এছাড়া বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে বেনুবন বুদ্ধ বিহারে শিশুদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।



আজ বিকেলে বেনুবন বুদ্ধ বিহারে আয়েজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বেনুবন বুদ্ধ বিহারের ভারপ্রাপ্ত মঠাধ্যক্ষ ভান্তে খেমাছড়া জানিয়েছেন, আগামীকাল বুদ্ধ পুজা, বিশ্ব শান্তি কামনায় প্রার্থণা, বুদ্ধ পতাকা উত্তোলন, প্রভাত ফেরির মধ্যে দিয়ে বুদ্ধ জয়ন্তী উদযাপন করা হবে।

এছাড়া আগামীকাল বিকেল ৪ টায় বেনুবন বুদ্ধ বিহারে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছে। বুদ্ধ জয়ন্তী আয়োজনের আহ্বায়ক তুষার কান্তি চাকমা সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, আলোচনা চক্রের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন শিল্প বানিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে বেনুবন বুদ্ধ বিহার আলোকমালায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে । বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে এখানে মেলাও বসেছে। একুশে বৈশাখ পাঁচই মে শুক্রবার বৈশাখী পূর্ণিমা। ওই তিথিটিকে বুদ্ধ পূর্ণিমা হিসেবে পালন করে থাকেন সারা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯▫ সংখ্যা ২০০ ▫ ৫ মে ২০২৩ ইং ▫ ২১ বৈশাখ ▫ শুক্রবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

## অহিংসার পথপ্রদর্শক গৌতম বুদ্ধ

বুদ্ধ সমগ্র মানব জাতিকে অহিংসা ও সৎ পথে চলিবার পাঠ পড়ান। শান্তির বার্তা পৌঁছিয়া দিয়াছেন তিনি। সুখ লাভের আগে প্রতিটি ব্যক্তিকে কিছু কথা জানিয়া নেওয়ার উপদেশ দিয়াছেন গৌতম বুদ্ধ। এটিই তাহার ৪ আর্য সত্য নামে পরিচিত।প্রাণী জগৎকে দেওয়া গৌতম বুদ্ধের প্রথম আর্য সত্য হইল ”সংসার দুঃখময়”। তিনি বলিয়াছেন যে, জগৎ সংসারে এমন কোনও ব্যক্তি নাই, যাঁহাদের জীবনে দুঃখ নাই। দুঃখের আনাগোনা লেগেই থাকিবে। তাই দুঃখ সত্ত্বেও ব্যক্তিকে প্রসন্ন থাকিতে বলিয়াছেন গৌতম বুদ্ধ।তাঁহার দ্বিতীয় আর্য সত্য হইল সমুদয়। গৌতম বুদ্ধের মতে দুঃখের কারণ রহিয়াছে। সেটি
হইল তৃষ্ণা বা তীব্র ইচ্ছা। তাই কোনও কিছুর প্রতি অত্যধিক তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়া উচিত নয়। ব্যক্তির তীব্র ইচ্ছা তাঁহাকে ক্রমশ দুঃখের দিকে ঠেলিয়া দেয়।বছর শেষে রাশি পাল্টাইবে কেতু, এই মায়াবীর মায়ায় বুদ্ধিভ্রষ্ট হইবে ৩ রাশির, সম্ভব লোকসান।

পৌরাণিক ধারণায় মহাত্মা বুদ্ধকে বিষ্ণুর নবম অবতার মনে করা হয়। এই তিথিতে ব্রত ও উপবাস করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে এটি উৎসব। এই তিথিতে তাঁহারা বিভিন্ন বৌদ্ধ মঠ বা প্যাগোডায় একত্রিত হইয়া বুদ্ধের উপাসনা করেন ও দান-পুণ্যের কাজ করিয়া থাকেন। বুদ্ধ পূর্ণিমা ব্যক্তিকে বুদ্ধের আদর্শ ও ধর্ম পথে চলিতে অনুপ্রাণিত করে। শান্তির বার্তা বহন করে এই উৎসব। এই তিথিতে বোধগয়ায় প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। বোধিবৃক্ষের পূজার্চনা করা হয়।পদ্ম পুরাণ অনুযায়ী গৌতম বুদ্ধ বিষ্ণুর নবম ও শেষ অবতার। বৈশাখ পূর্ণিমায় শুধু বুদ্ধের জন্ময়ই হয়নি। বরং এই তিথিতেই অর্থাৎ বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশাখ পূর্ণিমা তিথিতেই বোধ গয়ায় বোধিবৃক্ষের নীচে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বুদ্ধ। এই তিথিতেই তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। এই পূণ্য তিথিতে সনাতন ধর্মের নবম অবতার এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক ভগবান গৌতম বুদ্ধ নেপালের লুম্বিনীনগরে রাজা শুদ্ধধন এবং মায়াদেবীর পুত্র রূপে ধরা ধামে অবতীর্ণ হন। কপিলাবস্তুনগরে বড় হইয়া ওঠেন। রাজপুত্র হিসাবে সমস্ত বিলাসিতা, স্ত্রী যশোদা পুত্র রাহুলও তাঁহাকে সংসারের মায়ায় আবদ্ধ করিতে পারেনি।সন্ন্যাসী এবং শব দেখিয়া তাঁহার জীবন সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তন হয়। জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুকে জয় করিবার উদ্দেশ্যে, স্ত্রী, পুত্র, বিলাসিতা, রাজধর্ম, রাজ ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের পথপ্রদর্শক হিসাবে হিন্দু ধর্মের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভ দিনটি তিনটি স্মৃতি বিজড়িত। এই শুভ তিথিতেই ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন, সিদ্ধিলাভ করেন এবং মহাপরি নির্বাণ লাভ করেন।এই বছর বুদ্ধ পূর্ণিমায় অত্যন্ত বিরল শুভ যোগ পড়িয়াছে। পঞ্জিকা অনুসারে বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বুদ্ধদেব। সেই কারণে বৈশাখী পূর্ণিমা দিনটি বুদ্ধ পূর্ণিমা হিসেবে পালিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে এই দিনটি বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ। গৌতম বুদ্ধের উদ্দেশ্যে এদিন বিশেষ প্রার্থনা করিয়া থাকেন তাঁহারা। আবার বৈশাখী পূর্ণিমা হিসাবে এই দিনটি হিন্দু ধর্মেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এই পবিত্র তিথিতে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বোধি বা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং মহাপরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। এই বিশেষ দিনে, ভক্তেরা বুদ্ধমন্দিরে যান এবং ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেন। ভক্তগণ প্রতিটি মন্দিরে প্রদীপ জ্বালান, ফুলের মালা দিয়ে মন্দিরগৃহ সাজিয়ে বুদ্ধের আরাধনায় নিমগ্ন হন। এ বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে এই বিশেষ দিনটি উদযাপন হবে ৫ মে, শুক্রবার।

এই বিশেষ তিথি সাধারণ গৌতম বুদ্ধদেবেরই আরাধনার রীতি। বিশ্বাস করা হয়, এদিন বুদ্ধদেবের পুজো করিলে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। বৈশাখী পূর্ণিমা বা বুদ্ধ পূর্ণিমায় বিষ্ণুর আরাধনারও রীতি রহিয়াছে। হিন্দুধর্ম অনুসারে গৌতম বুদ্ধকে শ্রীবিষ্ণুর নবম অবতার মনে করা হয়। এদিন চন্দ্রদেবতারও পুজো করা হয়। এদিন বুদ্ধদেবের সঙ্গে বিষ্ণু ও চন্দ্রদেবের পুজো করিলে সব ইচ্ছে পূরণ করা হয়। বিশ্বজুড়িয়া এই দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা হয়। এই তিথিতেই বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। বৈদিক সাহিত্য মতে, ভগবান বুদ্ধ বিষ্ণুর আরেকটি অবতার বা রূপ। বৈদিক সাহিত্য মতে,গোটা বিশ্ব থেকে হিংসা ও সহিষ্ণুতা চিরতরে মুছিয়া দেওয়ার জন্যই গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল। এটি সারা বিশ্বে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব।

## শুক্রবার এনসিপির বৈঠকে বেছে নেওয়া হবে শরদের উত্তরসূরি

মুম্বই, ৪ মে (হি.স.) : দীর্ঘ ২৪ বছর বাদে এনসিপি'র সুপ্রিমোর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা করেছেন দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শরদ পওয়ার। যদিও দলের নেতারা তাঁকে ছাড়তে চাইছেন না। তবে নিজের সিদ্ধান্তে এখনও অটল মারাঠা স্ট্রংম্যান। শেষ পর্যন্ত যদি তিনি সিদ্ধান্ত না বদলান তাহলে দলের নেতৃত্বের ব্যাটন কার হাতে তুলে দেওয়া হবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আগামীকাল শুক্রবার বৈঠকে বসছেন এনসিপির শীর্ষ নেতারা।

সূত্রের খবর, শরদের উত্তরসূরি হিসেবে এগিয়ে রয়েছেন কন্যা সুপ্রিয়া সুলে। তবে শরদ-ঘনিষ্ঠদের চাল ভেস্তে দিয়ে দলের সভাপতির পদ দখলে উদ্যোগী হয়েছেন অজিত পওয়ারও।

গত কয়েকদিন ধরেই এনসিপি'র অন্দরে টালমাটাল চলছে। দলীয় বিধায়কদের একাংশকে ভেঙ্গে বিজেপির সঙ্গে হাত মেলানোর মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা শরদ পওয়ারের ভাইপো অজিত পওয়ার। আর ভাইপো'র ওই পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেই মোক্ষম চাল দিয়েছেন দুঁদে রাজনীতিবিদ শরদ। গত মঙ্গলবার সভাপতির পদ ছাড়ার ঘোষণা করেছেন। আর ওই ঘোষণার পরেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এনসিপির অধিকাংশ নেতা পওয়ারকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়েছেন।

## অমতর্ত্যের জমির দখল নিতে পারবে না বিশ্বভারতী, নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ৪ মে (হি.স.) : জমি বিতর্কে স্বস্তি পেলেন অমর্ত্য সেনের। উচ্ছেদের নোটিসে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করলেন বিচারপতি বিভাসরঞ্জন দে। নির্দেশ অনুযায়ী, বীরভূমের জেলা জজ আদালতে মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নিতে পারবে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

সম্প্রতি বিশ্বভারতী উচ্ছেদ নোটিস পাঠায় অমর্ত্য সেনকে। ৬ মে জমি খালি করার শেষ দিন হিসেবে ধার্য্য করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় সেখানে। প্রয়োজনে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বল প্রয়োগ করবে এমন হুঁশিয়ারিও দেয়। তার পালটা বীরভূমের জেলা জজ আদালতের দ্বারস্থ হন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ।

বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিভাসরঞ্জন দে-র নির্দেশ, জমি খালি করার জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টেট অফিসারের তরফে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তার ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে। অমতর্ত্যের বিরুদ্ধে বিশ্বভারতীর ১৩ ডেসিমাল জমি দখলের অভিযোগ তুলেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তা নিয়ে আইনি লড়াইয়ের মধ্যেই নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদকে পনেরো দিনের সময়সীমার মধ্যে ওই পরিমাণ জমি খালি করার নোটিস দিয়েছিলেন তাঁরা। ওই সময়ের মধ্যে জমি খালি না করলে বলপ্রয়োগ করার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছিল। ৫ তারিখ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের তরফে দেওয়া সময়সীমা শেষ হচ্ছে। তার আগেই রাজ্যের শীর্ষ আদালত তাদের নির্দেশে জানিয়ে দিল, এ বিষয়ে এখনই পদক্ষেপ করতে পারবে না বিশ্বভারতী। আগামী ১০ মে সিউড়ি জেলা আদালতে অমতর্ত্যের জমি নিয়ে শুনানির কথা আছে। অর্থাৎ এদিনের নির্দেশের ফলে আগামী ১০ মে পর্যন্ত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অমতর্ত্যের জমি নিয়ে কোনও পদক্ষেপই করতে পারবে না।

# ধর্মান্তর প্রতিরোধে জগদ্বন্ধু

জগদ্বন্ধু সুন্দরের (২৮ এপ্রিল ১৮৭১-১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২১) একটি অনন্য কীর্তি হলো, বাগদি সহ তৃণমূল পর্যায়ের অসহায় মানুষের কাছে পৌঁছে, তাদের মাঝে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করা। তাঁর সেই প্রচারে ব্রাহ্মণকান্দার রজনী বাগদি শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া এবং মোহান্তে পরিণত হয়েছিলেন। জগদ্বন্ধু সুন্দর বলেছিলেন, 'সমাজের বাঁধ ভেঙ্গে দেব'। তিনি সত্যিই সমাজের বাঁধকে ভেঙে দিয়েছিলেন। সনাতন ধর্মে বেদাদি শাস্ত্রে সর্বদাই সাম্যাবস্থা কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিপরীতে সমাজে বিভিন্ন সময়ে অসাম্যের বিষফোড়া জন্ম নিয়ে সমাজকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। সেই ক্ষত-বিক্ষতের সুযোগ নিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মান্তরিত করেছে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা। তাই অসাম্যের পঙ্কিলতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে আমাদের আবার নতুন করে বৈদিক সাম্যবাদী চেতনায় উপনীত হতে হবে। মানুষে মানুষে সামাজিক অসাম্য কখনই মঙ্গলকর নয়। সামাজিক অসাম্যের সামান্যতম ছিদ্র দিয়েও বৃহত্তর বিপদের কালসাপ প্রবেশ করে জাতির সর্বোচ্চ ক্ষতি করতে পারে। এর প্রমাণ আমরা বিভিন্ন সময়েই পেয়েছি।সাম্যবাদী মানবতাবাদী সনাতন ধর্মের সমাজের কিছু কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত অসাম্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে তাঁর "গীতাঞ্জলি" কাব্যে বলেছেন:

'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের  
করেছ অপমান,  
অপমানে হতে হবে তাহাদের  
সবার সমান!  
মানুষের অধিকারে  
বঞ্চিত করেছ যারে,  
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে  
দাও নাই স্থান,  
অপমানে হতে হবে তাহাদের  
সবার সমান।'

সনাতন ধর্মাবলম্বী সকল মহামানবেরাই মানুষের সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। এর মধ্যে জগদ্বন্ধু সুন্দর এক অনুপম দৃষ্টান্ত। তাঁর আদর্শ এবং দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে যদি সাধু-সন্ন্যাসীরা তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের জীবনে পৌঁছে তাদের দুঃখবেদনার খোঁজ নিতেন, তবে হয়ত ধর্মান্তর শূণ্যের পর্যায়ে চলে যেত। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অশেষ কল্যাণ হতো। গোপীবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী রচিত "শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী" গ্রন্থে বুনো বাগদি রজনী সর্দারের ভক্ত হরিদাসে রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনাটি অত্যন্ত সুন্দর করে বর্ণিত হয়েছে। সেই দৃষ্টান্তমূলক কাহিনীটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করছি।

বৃহত্তর ফরিদপুর, ঢাকা, যশোহর শহরে সনাতন ধর্মাবলম্বী বাগদী সম্প্রদায়ের বহু মানুষ বসবাস করত। খ্রিস্টান মিশনারী পাদ্রীরা তাদের ধর্মান্তরিত করার জন্যে ব্যাপকভাবে প্রচেষ্টা শুরু করে। এই লক্ষ্যে তারা গরীব এই সম্প্রদায়ের মাঝে বিভিন্ন প্রকারের সাহায্যের নামে ধর্মান্তরিত করার ফাঁদ পাতে। এই বাগদীরা কোল, ভীল, সাঁওতাল মুণ্ডাদের সমগোত্রীয়। ব্রিটিশ শাসনামলে নীলের চাষের জন্যে নীলকুঠিয়ালরা ঝাড়খণ্ডের ও অন্যান্য পার্বত্য দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চল থেকে তাদের দলে দলে বাংলায় নিয়ে আসে। নীলকুঠিয়ালরা এই অসহায় দরিদ্র মানুষদের উপর অমানুষিক নির্যাতন করতো। দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নাটকটি এর একটি সাহিত্যিক নিদর্শন। শত অত্যাচারের মধ্যেও যতদিন নীলের চাষাবাদ সচল ছিল, ততদিন এই অসহায় বাগদীদের কপালে দুটি অন্ন জুটতো। কিন্তু পরবর্তীতে রাসায়নিক উপায়ে নীলের উৎপাদন শুরু হলে, নীলের চাষ প্রায় উঠেই গেলো। ফলে অন্যস্থান থেকে বাংলায় আগত এই অসহায় মানুষগুলো ভয়ংকরভাবে আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে পরে গেলো। তখন তারা ধীরেধীরে বিভন্ন স্থানে ছড়িয়ে পরে। তখন তারা রাস্তা তৈরির শ্রমিক, ঘর বাঁধা, ইদের সুরকী ভাঙা, শূকর চরানো ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে কোনমতে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকে। অচেতন হিন্দু সমাজের চোখের আড়ালেই থাকে গরীব অসহায় এই মানুষগুলোর জীবপ্রবাহ। বন থেকেই জীবন জীবিকা নির্বাহ করতো বলে এই বাগদিদের অনেকে 'বুনা' বা ''বুনো'' বলতো।জগদ্বন্ধু সুন্দরের সময়ে ফরিদপুর শহরের মেলার মাঠের আশেপাশে এই বুনো বাগদি সম্প্রদায়ের কয়েক সহস্র লোক বসবাস করতো। তাদের প্রত্যেকটি এলাকাতেই একজন করে প্রধান থাকতো। সেই প্রধানকে বলা হতো সর্দার। তেমনি ফরিদপুর শহরের মেলার মাঠের বাগদিদের সর্দার ছিলেন, রজনী সর্দার। লম্বা লম্বা চুল, লম্বা লম্বা দাড়ি, বড় বড় গোঁফ, কপালে সিন্দুরের রাঙ্গা ফেঁটা, বৃহৎ চক্ষু, জবাফুলের মত রক্তবর্ণ আকৃতি ছিলো রজনী সর্দারের। লাঠি খেলা, শরকী খেলা, তীর-ধনুকের খেলা, এ সকল বিষয়ে রজনী সর্দার ছিলেন পারদর্শী। গায়ের বর্ণ চাঁদহীন রজনীর মত কাল হইলেও রজনীর গুণ অনেক। নরনারী রজনীর কাছে অনেক প্রকার উপকার পায়। কেবল ফরিদপুর সহরে নহে, সমস্ত জেলায় রজনী সকলের পরিচিত। নানা জনে নানা প্রয়োজনে রজনীকে ডাকে।

এই অসহায় মানুষদের অসহায়ত্বের সুযোগে খ্রিস্টান মিশনারী পাদ্রীরা প্রতিনিয়ত বুনো বাগদিদের পাড়ায় আসা শুরু করে। বুনাদের দারিদ্র্য দুঃখের সুযোগ নিয়ে ধর্মান্তরিত করার ছক কষতে থাকে। খ্রিস্টান মিশনারীরা চিন্তা করে যদি রজনী সর্দারকে ধর্মান্তরিত করা যায়, তবে সকল বাগদিদের ধর্মান্তরিত করা যাবে। সেই লক্ষ্য তাদের একদিন সফলতার কাছাকাছি পৌঁছে যায়। মিশনারীদের কথায় প্রলুব্ধ হয়ে নিজের সম্প্রদায়কে নিয়ে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে রজনী সর্দার ধর্মান্তরিত হতে সিদ্ধান্ত নেয়। সহস্রাধিক বুনো বাগ্দী-সহ রজনী সর্দার খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হবে। সেই লক্ষ্যে আগামী পরশু পাদ্রীরা আসবে। এই অসহায় মানুষগুলোর ধর্মান্তরিত হওয়ার সকল আয়োজন সম্পন্ন। সহস্রাধিক বুনো বাগদী ধর্মান্তরিত হবে, এই সংবাদে ফরিদপুরের তৎকালীন অচেতন হিন্দু সমাজের কাউকেই সামান্যতম বিচলিত হতে দেখা গেলো না। শুধু



একজনের হৃদয় কেঁদে উঠিলো। তিনি হলেন, ফরিদপুর শহরতলীর ব্রাহ্মণকান্দার নবীন সাধক শ্রীজগদ্বন্ধু সুন্দর।সকালবেলা দুঃখীরাম ঘোষ এসে শ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরকে বলেন, "প্রভু, যে রজনী বাগদী সেদিন চৌদ্দমাদল কীর্তনের সময় ছুটে এসেছিলো, তারা সকলেই খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে।" দুঃখীরাম ঘোষ ফরিদপুরের বাজারে সংবাদটি শুনেছে। নির্মম এই সংবাদটি শুনে তার হৃদয় বেদনার্ত হয়ে উঠে। দুঃখীরামের কথা শুনে, বাগদিদের ধর্মান্তরিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে শ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর অস্থির হয়ে যান। তিনি বলেন, "দুঃখী, তুমি এখনই যাও, আমার নাম করে রজনীকে ডেকে আন।" শ্রীজগদ্বন্ধু সুন্দরের আজ্ঞায় কালবিলম্ব না করে দুঃখীরাম তৎক্ষণাৎ রজনী সর্দারের কাছে ছুটে গেলেন। দুঃখীরাম সুদীর্ঘ দেহী পুরুষ। দ্রুতগতিতে তিনি চলতে অভ্যস্ত। বিপদে পড়লে মানুষ যেমন বেগে ধাবমান হয়, প্রভুবন্ধুর আদেশ মাথায় লয়ে দুঃখীরামও সেই মত বাগদি সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে ছুটলেন। কিছু সময়ের মধ্যেই তিন মাইল পথ অতিক্রম করে তিনি বুনো পাড়ায় পৌছে গেলেন। রজনীর কুটিরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে বললেন, "রজনী, তোমাকে প্রভু ব্রাহ্মণকান্দায় ডেকেছেন।" রজনী সর্দারের চোখে আনন্দাশ্রু বয়ে গেলো। তিনি বললেন, "প্রভু আমাকে ব্রাহ্মণকান্দায় ডেকেছেন!" রজনী সর্দারের মনে পরে গেলো, পূর্বদিনের চৌদ্দমাদল মহোৎসবের কথা। সেই মহোৎসবে সে সকল মানুষের সঙ্গে, মানুষের মত এক পঙ্কিতে বসে পরমানন্দে খিচুরী প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন।রজনী সর্দার আজও তা ভুলে যাননি। সর্বোপরি কীর্তনের মধ্যে যে জ্যোতির্ময় মানুষটিকে সে দর্শন করেছিলো, সেই মানুষটির কথা সে ক্ষণেকের তরেও ভুলে যান নি। মাথার লম্বা লম্বা বাবরি চুল গুলোকে ঠিক করে, কোমরে চাঁদর বেঁধে এক খানি গামছাকে কাঁধে ফেলে, লাঠি হাতে রজনী সর্দার দুঃখীরাম ঘোষের সাথে ব্রাহ্মণকান্দা আসলেন। পথে রজনীকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'রজনী, সকাল বেলা কোথায় চলেছ?' সকলের প্রশ্নেরই এক উত্তর দিলেন রজনী সর্দার "প্রভু ডেকেছেন।" "প্রভু ডেকেছেন" এই গৌরবে রজনী গৌরবান্বিত। তাঁর হৃদয় যেন প্রস্ফুটিত হয়ে অনেকখানি বড় হয়ে গিয়াছে। ক্ষুদ্রত্বের বেদনা-ভার ইতিমধ্যেই অনেকখানি লাঘব হয়েছে।বড় বড় চোক দু'টিতে আজ ছলছল করছে। রজনী সর্দার এসেছে শুনে জগদ্বন্ধু সুন্দর অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে "রজনী এসেছ!" বলতে বলতে ঘর থেকে বাইরে এলেন। জগদ্বন্ধুসুন্দরকে দেখে রজনী প্রণাম করার জন্যে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু প্রণামের পূর্বেই দুইহাত প্রসারিত করে জগদ্বন্ধুসুন্দর রজনীকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন। রজনী এক দৈব সংস্পর্শ লাভ করলেন। মুক্তপুরুষের আলিঙ্গনে রজনীর দেহমনে এক অভূতপূর্ব আনন্দের স্রোত বইতে লাগলো। তাঁর বজ্রদেহ নবনীতের মত ভক্তিতে গলে গেলো। কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরে রজনী সর্দার বললেন, "প্রভু, এ অধমকে ডেকেছেন?" উত্তরে জগদ্বন্ধুসুন্দর বললেন, "হাঁ, ডেকেছি রজনী, তোমরা নাকি খৃষ্টান হবে?" জগদ্বন্ধুসুন্দর প্রশ্নের উত্তরে রজনী বললেন, "হা প্রভু, কাল পাদ্রীরা আসবে।" জগদ্বন্ধু সুন্দর পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন,"কি কারণে?" রজনী সর্দারের উত্তর, "আপনি তো সকলই জানেন। আপনাকে আর কি বলব! সমাজে আমাদের তেমন স্থান নেই। অপমান অত্যাচার আর সহ্য হয় না, প্রভু। আমরা হীন বুনা জাত। এ সমাজে আমাদের স্থান কোথা?" বলতে বলতে রজনীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। জগদ্বন্ধু সুন্দর বললেন, "রজনী, কে বলেছে তোমরা হীন? তোমরা হীন নও, তোমরা মহান। হরিনাম করলে তোমরা আরও মহানহবে। তোমরা বুনা জাতি নও। তোমরা মানব জাতি। তোমরা আমার অতি প্রিয়। শ্রীহরির দাস তোমরা, এই তোমাদের প্রকৃত পরিচয়। রজনী, তুমি সেই নিত্যকালের পরিচয়ে পরিচিত হও। সকল দুঃখ ঘুচিবে। আজ হ'তে তুমি আর রজনী নও। তুমি হরিদাস! হরিনাম কর। প্রাণ ভরে নিতাই গৌরের জয় গাও। সগোষ্ঠী ধন্য হও। আর এইক্ষণ হাঁতে তোমরা আর বুনা নও। তোমাদের উপাধি হবে মোহান্ত।" রজনী সর্দারকে জগদ্বন্ধুসুন্দর ডাকলেন, "হরিদাস!" এই ডাকে সদ্য হরিদাস নামক রজনী সর্দারের চোখে অঝর ধারায় আনন্দাশ্রু বয়ে যেতে লাগলো। জগদ্বন্ধুসুন্দর বললেন, "কাল তুমি সগোষ্ঠী এখানে এসে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রসাদ গ্রহণ করবে। তোমাদের যত লোক আছে, নর-নারী বালক-বৃদ্ধ সবাইকে নিয়ে আসবে।' এই কথা বলে জগদ্বন্ধুসুন্দর গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন।বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আত্মহারা হরিদাস কিছু সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর কাছে সকল ঘটনাগুলো স্বপ্নের মত মনে হতে লাগলো। তাঁর মধ্যের সকল সংশয়, বিলীন হয়ে গেলো। তিনি আজ সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। সমাজ যেহেতু মানুষ তৈরি করে। তাই স্বার্থান্বেষী মানুষের কারণে সমাজে অসাম্য রয়েছে। কিন্তু বেদে সকল মানুষের মাঝেই একত্বের সাম্যবাদী প্রেরণা দেয়া হয়েছে। সকল মানুষের আধ্যাত্মিক সহ জাগতিক সকল বিষয়ে সমানাধিকার প্রসঙ্গে ঋগ্বেদ সংহিতার শাকল শাখার দশম মণ্ডলের শেষ সূক্তে বলা হয়েছে:

সং গচ্ছধ্বং সং বধ্বং সং বো  
মনাংসি জানতাম  
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা  
উপাসতে  
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী  
সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম  
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন  
বো হবিষা জুহোমি  
সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি  
বঃ।  
সমানমস্ত বো মনো যথা বঃ  
সুসহাসতি  
(ঋগ্বেদ ১০.১৯১.২-৪)

'হে মানব, তমেরা একসঙ্গে চল, একসঙ্গে মিলে একই ঐক্যের কথা বলো, তমোদের মন উত্তম সংস্কারযুক্ত হোক। পূর্বকালীন জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেমন করে কর্তব্য কর্ম এবং উপাসনা করেছে, তোমরাও তেমন করে আমার পথে চল।

তমোদের সকলের মিলনের মন্ত্র এক হোক,

মিলনভূমি এক হোক এবং মনসহ চিত্ত এক হোক। তমেরা একতার মন্ত্রে উদীপ্ত হয়ে অগ্রগামী হও। তমোদেরকে দেয়া খাদ্য-পানীয় ঐক্যবদ্ধভাবে সুষম বণ্টন করে গ্রহণ কর। তমোদের সকলের লক্ষ্য এক হোক, হৃদয় এক হোক এবং মন এক হোক। তমেরা সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে ঐক্যবদ্ধ হও এবং ঐক্যবদ্ধ হয়েই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও।'

বুনো বাগদিদের "মোহান্ত" হওয়ার সংবাদটি সর্বত্রই প্রচারিত হয়ে গেলো। খ্রিস্টান মিশনারীদের দশ বৎসরের অক্লান্ত প্রচেষ্টা জগদ্বন্ধুসুন্দরের কয়েকটি কথায় সম্পূর্ণভাবে নিস্ফল হয়ে ভেসে গেলো। মিশনারীদের বিদায় দিয়ে হরিদাস (রজনী সর্দার) শত শত বালক-বালিকা নরনারী সঙ্গে ব্রাহ্মাণকান্দায় উপস্থিত সংকীর্তন করছে। তাদের জাতি বর্ণের ভেদ ঘুচে গেছে। সকলে সমান আসনে, সমান আদরে, পরম তৃপ্তির সহিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করছে। বুনো বাগদি জাতির নূতন জন্ম হয়েছে। শিক্ষিত মহলে সাড়া পড়ে গেলো। সকলেই জগদ্বন্ধুসুন্দরের জাতিরক্ষার প্রশংসা করতে লাগলো। কলিকাতায় এই ঘটনা নিয়ে পত্রিকায় লেখা হলো। কিন্তু বিষয়টিতে মিশনারীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হলো। ইংরেজদের "আবগারী" নামক পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো। বুনো বাগদিদের ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে রক্ষা করা; জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মাঝে হরিনাম সংকীর্তনের প্রচার; কোলকাতায় সুরুতকুমারী দেবীর মত অসংখ্য বিপথগামী নারীদের ধর্মপথে ফেরানো; ১৯২০ সালের প্লেগ মহামারী নির্মূলে কলকাতায় মানুষের পাশে থাকা; সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব এ সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ বিদূরিত করা সহ জাতি-ধর্ম রক্ষায় জগদ্বন্ধুসুন্দরের অবদান অনন্য। তাই তিনি আজও বরণীয় ও পূজনীয়।

# জীবনের সূচনা, রাজনীতির অভিমুখে

শামসুজ্জামান খান

কিশোর বয়সে শেখ মুজিব। ফুটবল ছিল তাঁর প্রিয় খেলা। ১৯৪০ বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৭ মার্চ ১৯২০ সালে তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন টুঙ্গিপাড়া, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে।

তাঁর বাল্যকাল সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'ছোট সময়ে আমি খুব দুষ্ট প্রকৃতির ছিলাম। খেলাধুলা করতাম, গান গাইতাম এবং খুব ভালো ব্রতচারী করতে পারতাম।' কিন্তু ১৯৩৪ সালে যখন তিনি সপ্তম শ্রেণিতে পড়েন, তখন বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর পিতা তাঁকে কলকাতায় নিয়ে চিকিৎসা করান। তাঁর চিকিৎসক ছিলেন ডা. শিবপদ ভট্টাচার্য, ডা. এ কে রায় চৌধুরী প্রমুখ। ১৯৩৬ সালে তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান মাদারীপুর মহকুমায় সেরেস্তাদার পদে বদলি হন। তিনি তাঁর পুত্র মুজিবকে তাঁর নতুন কর্মস্থলে নিয়ে এসে স্কুলে ভর্তি করেন। তখনো মুজিব অসুস্থ থাকায় তাঁর মাকে মাদারীপুরে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু ১৯৩৬ সালে কিশোর মুজিবের চোখে গ্লুকোমা ধরা পড়ায় তাঁকে দ্বিতীয়বার চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। তখন সেখানকার বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ডা. টি আহমেদ তাঁর চক্ষু পরীক্ষা করে বলেন, 'অবিলম্বে তার দুই চোখেরই অপারেশন করতে হবে, না হলে অন্ধ হয়ে যেতে পারে।' অপারেশনের কথা শুনে মুজিব পালাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। তাঁকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয় এবং ১০ দিনের মধ্যে দুই চোখেই অপারেশন করা হয়। সফল অপারেশনের পর তাঁকে চশমা দেওয়া হয়। তাই সেই ১৯৩৬ সাল থেকে তিনি চশমা পরেন।

কলকাতায় চোখের চিকিৎসার পর শেখ মুজিব ফিরে এলেন মাদারীপুরে। তিনি বাল্যকাল থেকেই রাজনীতিমনস্ক। তাঁর পিতা বাড়িতে সংবাদপত্র এবং সাহিত্য পত্রিকা রাখতেন। এই সব পত্রপত্রিকার মধ্যে ছিল কলকাতার দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, বসুমতী, আজাদ এবং মাসিক সওগাত ও মোহাম্মদী। রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ গড়ে ওঠে সংবাদপত্র পাঠে। এই রাজনীতি অনুরাগ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয় তৎকালীন বাংলার ইংরেজ উপনিবেশবিরোধী রাজনীতির অনুষঙ্গে। তখন স্বদেশি আন্দোলনের চাপা উত্তেজনা মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জের ঘরে ঘরে। মাদারীপুরে অধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র দাস ছিলেন তখন ইংরেজের মূর্তিমান আতঙ্ক। তাঁকে ইংরেজ সরকার কারারুদ্ধ করেছিল। তাঁর কারামুক্তি উপলক্ষে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম লেখেন 'পূর্ণ-অভিনন্দন' শীর্ষক কবিতা। কবির ভাঙ্গার গান কাব্যগ্রন্থের সেই কবিতার পঙ্কিতে আছে, 'জয় বাংলার পূর্ণচন্দ্র...স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দবীর।'

তরুণ শেখ মুজিব বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বীজমন্ত্র 'জয় বাংলা' তো কিশোরকালেই নজরুলের ওই কবিতায় পেয়ে গিয়ে বুকের গভীরে লালন করেছিলেন। আর তাকেই পাকিস্তানি হানাদারদের বাংলা ছাড়ানোর জীবনপণ মুক্তিযুদ্ধে শত—সহস্র বজ্রের শক্তিতে ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করলেন তিনি মুক্তিকামী বাঙালিকে। মূলত ১৯৩৬ সালে মাদারীপুরে স্বদেশি আন্দোলনকারী এবং ভারতের মহান স্বাধীনতাসংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সমর্থকদের সংসর্গেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। বঙ্গবন্ধু এ বিষয়ে তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'আমি সুভাষবাবুর ভক্ত হতে শুরু করলাম। গুতাদেরণ্ণ সভায় যোগদান করতে মাঝে মাঝে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর যাওয়া-আসা করতাম।'

দুই

১৯৩৮ সালে বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক, শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং সমবায়মন্ত্রী মুকুন্দবিহারী মল্লিক গোপালগঞ্জ সফরে আসেন। তাঁদের সংবর্ধনায় তরুণ স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। মূল সংবর্ধনা সভা ও প্রদর্শনী উদ্বোধন শেষে হক সাহেব গোপালগঞ্জ পাবলিক হল দেখতে যান, শহীদ সাহেব আসেন মিশন স্কুল পরিদর্শনে। মুজিব তখন ওই স্কুলের ছাত্র। শহীদ সাহেবকে স্কুলে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তিনি সংবর্ধনা সভায় মুজিবের একনিষ্ঠ কর্মতৎপরতা লক্ষ করে স্কুল পরিদর্শন থেকে ফিরে যাবার সময় তাঁকে কাছে ডেকে নিয়ে আদর করেন এবং নাম—পরিচয় জিজ্ঞেস করে নোটবুকে লিখে নেন; এবং গোপালগঞ্জে মুসলিম লীগ এবং মুসলিম ছাত্রলীগ করা হয়েছে কি না জানতে চান।

এ কে ফজলুল হক ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গোপালগঞ্জ আগমন হিন্দু প্রধান শহরবাসী ভালো চোখে দেখেনি এবং কংগ্রেস দলের নির্দেশে এতে তারা সাড়া দেয়নি। এ নিয়ে ওই ১৯৩৮ সালেই স্থানীয় হিন্দু মহাসভার সঙ্গে এক সাংঘর্ষিক ঘটনায় তরুণ মুজিব সাত দিনের জন্য কারাবরণ করেন। গ্রেপ্তার এড়াতে তাঁকে পালানোর পরামর্শ দেওয়া হলে তিনি রাজি হননি। আজীবন এটাই ছিল তাঁর স্বভাব। পৃষ্ঠপ্রদর্শন-প্রবণতা তাঁর রক্তধারায় ছিল না।

বিস্ময়কর ব্যাপার, গোপালগঞ্জে সভা করে কলকাতায় ফিরে যাবার কিছুদিন পরেই সোহরাওয়ার্দী সাহেব পত্র লিখে গোপালগঞ্জের সভা ও প্রদর্শনী আয়োজন এবং ব্যবস্থাপনায় একাগ্র শ্রমনিষ্ঠা ও চমৎকার নেতৃত্বের জন্য শেখ মুজিবকে ধন্যবাদ জানান এবং কলকাতা গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। সেই সূত্র ধরে ১৯৩৯ সালে কলকাতা বেড়াতে গিয়ে তরুণ মুজিব তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং ধীরে ধীরে সোহরাওয়ার্দী তাঁর রাজনৈতিক গুরু হয়ে ওঠেন। সেই সফরে তিনি নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি ও তখনকার বিখ্যাত ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেকের সঙ্গে আলাপ করে তাঁকেও গোপালগঞ্জে আসতে অনুরোধ করেন। মুজিব শহীদ সাহেবকে বলেন, 'গোপালগঞ্জে মুসলিম ছাত্রলীগ এবং মুসলিম লীগ দুই—ই গঠন করা হবে।' যে কথা সেই কাজ। গোপালগঞ্জে ফিরেই তিন এমএলএ ও মুসলিম লীগ সদস্য খন্দকার শামসুদ্দীনকে সভাপতি করে নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের ফরিদপুর শাখা গঠন করেন এবং মুসলিম লীগও গঠন করা হয়। মুজিব ছাত্রলীগের সম্পাদক এবং মুসলিম লীগের ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। এভাবেই তাঁর প্রত্যক্ষ দলীয় রাজনীতির সূত্রপাত। *ক্রমশঃ*

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

# মধ্যরাতে যন্তর মন্তরে ধুন্ধুমার, আন্দোলনরত কুস্তিগিরদের সঙ্গে দিল্লি পুলিশের সংঘাত

নয়াদিল্লি, ৪ মে (হি.স.): মধ্যরাতে ধুন্ধুমার কাণ্ড দিল্লির যন্তর মন্তরে, যৌন নিপীড়নের অভিযোগে অবস্থানরত কুস্তিগীরদের সঙ্গে দিল্লি পুলিশের সংঘাত নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। এ বিষয়ে অবশ্য ডিসিপি প্রণব তায়াল বলেছেন, 'সোমনাথ ভারতী যন্তর মন্তরে প্রতিবাদের স্থানে ভাঁজ করা বিছানা নিয়ে আসেন। যেহেতু সেখানে কোনও অনুমতি ছিল না, আমরা অনুমতি দিইনি, তাই প্রতিবাদী কুস্তিগীরদের সমর্থকদের কেউ কেউ ট্রাক থেকে বিছানাগুলি বের করার চেষ্টা করে এবং এর ফলে হাতাহাতি হয়।' ডিসিপি আরও জানিয়েছেন, 'আমরা কুস্তিগীরদের বলেছি তাঁদের অভিযোগ জানাতে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেব।

ভারতীয় কুস্তি সংস্থার সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের গ্রেফতারি চেয়ে দিল্লির যন্তর মন্তরে চলছে কুস্তিগীরদের আন্দোলন। সেখানেই বুধবার মধ্যরাতে হঠাৎ পুলিশ এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে শুরু হয় কথা কাটাকাটি। শেষ পর্যন্ত তা হাতাহাতিতে পৌঁছয়। বৃহস্পতিবার কুস্তিগীরদের আন্দোলন দ্বাদশতম দিনে পড়েছে। বিনেশ ফোগট বলেন, "সারা দিন বৃষ্টি হওয়ার ফলে মাটি ভিজে থাকায় আমরা বিক্ষোভস্থলে খাট পাতার চেষ্টা করছিলাম। তখনই পুলিশ আমাদের উপর হামলা করে। একজনও মহিলা পুলিশকর্মী ছিলেন না। এই সময় ধাক্কাধাক্কিতে কেউ কেউ মাথাতেও আঘাত পান।" এর পরেই কান্নায় ভেঙে পড়েন বিনেশ।

## পাকিস্তান সর্বদা শান্তির পক্ষে বললেন শেহবাজ শরিফ

ইসলামাবাদ, ৪ মে (হি.স.): গোয়ায় আয়োজিত সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন কাউন্সিলের বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার ভারতে এসেছেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো জারদারি। ইসলামাবাদের এই পদক্ষেপ এশিয়ার এই অঞ্চলে পাকিস্তানের শান্তি বজায় রাখার প্রচেষ্টার উজ্জ্বল উদাহরণ বলে মন্তব্য করলেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ।

বৃহস্পতিবার এ প্রসঙ্গে পাক প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারতে আয়োজিত সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠকে পাকিস্তানের যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত এসসিও-র সনদ ও বহুপাক্ষিকতার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির প্রমাণ দেয়। এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিবস্থা বজায় রাখতে আমরা আমাদের ভূমিকা পালন করার জন্য সর্বদাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা সবসময় যোগাযোগ, ব্যবসা ও পারস্পরিক সুবিধাজনক সহযোগিতার হাত অন্যদের প্রতি বাড়িয়ে দিতে আগ্রহী।'

## বারামুল্লায় দুই লস্কর জঙ্গি নিকেশ

শ্রীনগর, ৪ মে (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। এবার জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয়েছে দুই লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গির। এডিজিপি কাশ্মীর বিজয় কুমার জানিয়েছেন, নিহত দুই জঙ্গি লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি সংগঠনের সদস্য ছিল ও শোপিয়ানের বাসিন্দা। সন্ত্রাসীদের নাম-শাকির মজিদ নাজার এবং হানান আহমেদ সেহ। দু'জনই ২০২৩ সালের মার্চ মাসে সন্ত্রাসবাদে যোগ দিয়েছিল। প্রসঙ্গত, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কাশ্মীরে এটি দ্বিতীয় এনকাউন্টার। এর আগে বুধবার কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলায় খতম হয়েছিল দুই সন্ত্রাসবাদী।

কাশ্মীর জোন পুলিশ জানিয়েছে, সন্ত্রাসবাদীদের গতিবিধি সম্পর্কে টের পাওয়ার পর বৃহস্পতিবাবার ভোর থেকে বারামুল্লা জেলার ওয়ানিগাম পায়েন ক্রিরি এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। পুলিশ ও সুরক্ষা বাহিনী চারিদিক থেকে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে। এনকাউন্টার শুরু হলেও, দীর্ঘ গুলির লড়াইয়ের পর দুই জঙ্গি মারা পড়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি একে-৪৭ রাইফেল ও একটি পিস্তল-সহ আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও নিষিদ্ধ সামগ্রী।

## গাড়ি ও ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ১১

বালোদ, ৪ মে (হি.স.): ছত্তিশগড়ের বালোদ জেলায় এসইউভি গাড়ি ও ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ১১ জন। বুধবার রাতে ভয়াবহ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বালোদ জেলার জাগতারার কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতদের মধ্যে দু'টি শিশু ও ৫ জন মহিলা রয়েছেন। দুর্ঘটনার পরই ট্রাকের চালক পালিয়ে যায়, তাকে খুঁজছে পুলিশ। ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভুপেশ বাঘেল এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বালোদ-এর পুলিশ সুপার জিতেন্দ্র কুমার যাদব বলেছেন, বুধবার রাতে ৩০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর পুরুর থানার অন্তর্গত জাগতারা গ্রামের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতদের বাড়ি ধামতারি জেলার সোরাম-ভাটগাঁও গ্রামে, এসইউভি গাড়িতে চেপে সকলে বিয়েবাড়িতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুরুর থানার স্টেশন হাউস অফিসার অরুণ কুমার সাহু বলেছেন, কাঙ্কের জেলার মারকাটোলা গ্রামে একটি বিয়েতে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন সকলে। মৃতদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

# উত্তর প্রদেশে শুরু প্রথম দফার পুর নির্বাচন; ভোট দিলেন রাজনাথ, যোগী ও মায়াবতী

উত্তরপ্রদেশের পুরসভা নির্বাচনে বৃহস্পতিবার সকাল সাতটায় প্রথম দফার ভোট শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ গোরক্ষপুরের পুরানো গোরখপুর শহর এলাকার ৭৮ নম্বর ওয়ার্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোরক্ষনাথ কন্যার কাছে ঝুলেলাল মন্দিরের ৭৯৭ নম্বর বুথে ভোট দিলেন। এই উপলক্ষে মিডিয়াকে সম্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী যোগী বলেন, আজ ৩৭টি জেলায় ভোট হচ্ছে। শহরাঞ্চলে একটি ভালো সরকার নির্বাচন করাকে আমি রাজ্যের জনগণের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ বলে মনে করি। রাজ্যে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সব ধরনের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। আমি রাজ্যের জনগণকে ভোট দেওয়ার আবেদন করছি। ভোটের পর মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বিভিন্ন জেলায় নির্বাচনী সভা করবেন। গোরক্ষপুর থেকে তিনি যাবেন সিদ্ধার্থনগরে। সকাল ১১টায় বৈঠক করবেন তিনি। ১২:২০ এ মুখ্যমন্ত্রী যোগীর বস্তির জিআইসি গ্রাউন্ডে একটি জনসভা হবে। দুপুর ২টার দিকে সুলতানপুরের সার্কাস গ্রাউন্ডে তাদের সভা করতে হবে। তিনি সুলতানপুর থেকে আড়াইটায় রওনা হবেন। বিকাল ৩:২০ টায় অযোধ্যায় একটি জনসভা হবে এবং বিকাল ৪:৪৫ নাগাদ তাঁর লখনউ পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

লখনউ, ৪ মে (হি.স.): কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে উত্তর প্রদেশে শুরু হয়েছে পুরনির্বাচনের প্রথম পর্ব। বৃহস্পতিবার সকালেই নিজের ভোট দিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা রাজনাথ সিং। ভোট দেওয়ার পর রাজনাথ বলেছেন, 'লখনউয়ের সমস্ত ভোটারকে অমিত ভোট দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।' গোরক্ষপুরে নিজের ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ পর্ব। চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

সকাল সকাল নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। মায়াবতী বলেছেন, 'অন্য কোনও দলের সমর্থন ছাড়াই আমাদের দল একাই এই নির্বাচনে লড়ছে। আমরা আশাবাদী যে আমাদের দল ভাল সাড়া পাবে এবং আমরা ইতিবাচক ফলাফল পাব। আমি চাই রাজ্যের সমস্ত নাগরিক এই নির্বাচনে নিজেদের ভোট দিন।' মায়াবতী আরও বলেছেন, 'উত্তর প্রদেশে পৌর নির্বাচনের প্রথম ধাপ এটি। অন্য দলের সমর্থন ছাড়াই আমাদের দল এই নির্বাচনে লড়ছে। আশা করি আমরা ইতিবাচক সাড়া পাব।' বিজেপি নেতা সুধাংশু ত্রিবেদী লখনউ-এর ২৬৭ নম্বর ওয়ার্ডে শেরউড একাডেমিতে ভোট দিয়েছেন। উত্তর প্রদেশ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আগামী ১১ মে দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ হবে। গণনা হবে ১৩ মে।

# বিহারে জাতপাতের ভিত্তিতে জনগণনার উপর স্থগিতাদেশ পাটনা হাইকোর্টের

পাটনা, ৪ মে (হি.স.): কেন্দ্রের আপত্তি উড়িয়ে সব রাজনৈতিক দলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে বিহারে জাতিগত আদমশুমারি চালু করেছিল নীতীশ কুমারের সরকার। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছিল পাটনা হাইকোর্টে। বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানির সময় বিহারে জাতপাতের ভিত্তিতে জনগণনার উপরে স্থগিতাদেশ জারি করল পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি পূর্ণেন্দু সিং-এর সিঙ্গল বেঞ্চ। দু'দিন শুনানির পর এদিন রায় জানানো হয়। আগামী ৩ জুলাই ফের শুনানি হবে।

উল্লেখ্য, ২০১১ সালের পর ২০২১ সালে ভারতে জনগণনা হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু করোনা মহামারির কারণে সেই প্রক্রিয়া পিছিয়ে যায়। আর নতুন করে যখন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন জনগণনার ক্ষেত্রে তফশিলি জাতি এবং তফশিলি উপজাতি বাদে অন্য কোনও ক্ষেত্রে জাতপাতের উল্লেখ না রাখার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র সরকার। এমনকী ওবিসি-দের ক্ষেত্রেও আলাদা জাতির উল্লেখ রাখা হবে না বলে জানানো হয়। শুধু ওবিসি বলেই উল্লেখ করা হবে।

অনেকে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও শুরু থেকে এর তীব্র বিরোধিতা করে আসছিলেন নীতীশ কুমার। তাঁর দাবি ছিল, এই সেনসাসে প্রতিটি জাতির আলাদা আলাদা উল্লেখ রাখতে হবে। জানুয়ারি মাসে নিজের সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিহারে জাত পাতের ভিত্তিতে জনগণনা শুরু করেন নীতীশ কুমার। আর তারপরই পাটনা হাইকোর্টে এই বিষয়ে মামলা দায়ের হয়।

এ বিষয়ে বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তারকিশোর প্রসাদ বলেছেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে বিহার সরকার এই বিষয়টিকে হাইকোর্টের সামনে সঠিকভাবে তুলে ধরেনি। জাতিগত আদমশুমারির বিষয়ে তাঁদের (বিহার সরকারের) অভিপ্রায় ভুল ছিল।

## বন্যা-ভূমিধসে রুয়ান্ডা ও উগান্ডায় নিহত ১৩৫

কাম্পালা, ৪ মে (হি.স.): প্রবল বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে রুয়ান্ডায় কমপক্ষে ১২৯ জন এবং উগান্ডায় ছয়জন নিহত হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। বুধবার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উদ্ধারকারীরা বাড়িতে আটকে থাকা জীবিতদের উদ্ধারে কাজ করছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন রুয়ান্ডা সম্প্রচার সংস্থার পোস্ট করা একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, বন্যার জলের স্রোতে ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

রুয়ান্ডার ডেপুটি সরকারের মুখপাত্র অ্যালাইন মুকুরারিন্ডা বলেছেন, স্থানীয় সময় বুধবার বিকেল সাড়ে ৩টার মধ্যে প্রাণহানির সংখ্যা বেড়ে ১২৯-এ দাঁড়িয়েছে।

রুয়ান্ডার পশ্চিম প্রদেশের গভর্নর ফ্রাঁসোয়া হাবিতেগেকো বলেছেন, আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার হলো ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছানো। যাতে করে আমরা আটকে পড়া যেকোনও ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে পারি। ইতিমধ্যে অনেককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

হাবিতেগেকো বলেন, সেবায়া নদীতে ভাঙন শুরু হয়েছে। আগের দিনের বৃষ্টির কারণে ভূমিধস হয়। যার কারণে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এক বিবৃতিতে দেশটির প্রেসিডেন্ট পল কাগামে বলেছেন, সরকার অস্থায়ী স্থানান্তরসহ ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করছে।

এদিকে রুয়ান্ডার প্রতিবেশী দেশ উগান্ডার দক্ষিণ-পশ্চিম কিসোরো জেলায় ভূমিধসে ছয়জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় রেড ক্রস জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে পাঁচজন এক পরিবারের।

## কর্ণাটকে যাচ্ছেন মায়াবতী

লখনউ, ৪ মে (হি.স.) : কর্ণাটকের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দলের প্রার্থীদের সমর্থনে একটি সমাবেশ করতে শুক্রবার কর্ণাটক সফর করবেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) সভাপতি মায়াবতী।

বৃহস্পতিবার দলীয় কার্যালয় থেকে জারি করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শুক্রবার কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুতে পৌঁছানোর পর সন্ধ্যা থেকে নির্বাচনী জনসভা করবেন মায়াবতী। প্যালেস মাঠ চত্বরে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। সমাবেশ শেষে তিনি দলের ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করবেন।

প্রসঙ্গত, বিএসপি পঞ্জাব রাজ্য ছাড়া দেশের কোথাও কোনও বিরোধী দলের সাথে জোট না করার নীতির অংশ হিসাবে কর্ণাটকে এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

# কুস্তিগীরদের প্রতি বিজেপির আচরণ লজ্জাজনক ও অহংকারী : অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৪ মে (হি.স.): বিজেপির তীব্র সমালোচনা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৃহস্পতিবার বিজেপির সমালোচনা করে কেজরিওয়াল মন্তব্য করেছেন, কুস্তিগীরদের প্রতি বিজেপির আচরণ লজ্জাজনক ও অহংকারী।

হিন্দিতে একটি টুইটে কেজরিওয়াল লিখেছেন, অহংকার বিজেপির মাথায় উঠে গিয়েছে এবং 'গুণ্ডামি' করে সিস্টেমটি চালাতে চাইছে বিজেপি।

জনগণের কাছে কেজরিওয়াল আহ্বান জানিয়েছেন, বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে ছুঁড়ে ফেলার জন্য।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় কুস্তি সংস্থার সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের গ্রেফতারি চেয়ে দিল্লির যন্তর মন্তরে চলছে কুস্তিগীরদের আন্দোলন। সেখানেই বুধবার মধ্যরাতে হঠাৎ পুলিশ এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে শুরু হয় কথা কাটাকাটি। শেষ পর্যন্ত তা হাতাহাতিতে পৌঁছয়। বৃহস্পতিবার কুস্তিগীরদের আন্দোলন দ্বাদশতম দিনে পড়েছে।

মধ্যরাতের ঝামেলার ঘটনায় আম আদমি পার্টির (এএপি) বিধায়ক সোমনাথ ভারতী এবং কংগ্রেস নেতা দীপেন্দর হুডাকে আটক করেছে পুলিশ।

# কাশ্মীরের কিশত্বরে ভেঙে পড়ল সেনাবাহিনীর ধ্রুব হেলিকপ্টার

শ্রীনগর, ৪ মে ( হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বর জেলায় ভেঙে পড়ল ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি এএলএইচ ধ্রুব হেলিকপ্টার। এই চপার দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন দু'জন পাইলট ও একজন টেকনিশিয়ান। বৃহস্পতিবার বেলা ১১.১৫ মিনিট নাগাদ কিশত্বর জেলার মারওয়াহর কাছে ভেঙে পড়ে হেলিকপ্টারটি। আহত অবস্থায় দু'জন পাইলট ও একজন টেকনিশিয়ানকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উত্তর কমান্ডের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, একটি অপারেশনাল মিশনের সময় এএলএইচ ধ্রুব হেলিকপ্টার জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বর অঞ্চলে মারুয়া নদীর তীরে অবতরণ করে।

সেনাবাহিনী জানিয়েছেন, পাইলটরা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারকে (এটিসি) প্রযুক্তিগত ত্রুটির কথা জানিয়েছিলেন, এরপর সতর্কতামূলক অবতরণ করেন।

সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার বেলা ১১.১৫ মিনিট নাগাদ কিশত্বর জেলার মারওয়াহর কাছে ভেঙে পড়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি এএলএইচ ধ্রুব হেলিকপ্টার। ওই হেলিকপ্টারে দু'জন পাইলট ও একজন টেকনিশিয়ান ছিলেন, তাঁদের উদ্ধার করে উধমপুরের কমান্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এই ঘটনার কারণ জানতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

# শুভেন্দু অধিকারীর ২টি মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি মান্থা

কলকাতা, ৪ মে (হি. স.) : শুভেন্দু অধিকারীর দুটি মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। মামলাগুলি দ্রুত শুনানি হচ্ছে না বলে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানায়। কিন্তু শীর্ষ আদালত মামলায় কোনও হস্তক্ষেপ না করে হাইকোর্টকে দ্রুত মামলা শুনানির পরামর্শ দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার শুনানির শুরুতেই বিচারপতি মান্থার বক্তব্য, কেন শুধু এই কোর্টে? অন্য যে কোনও কোর্ট যে কোনও মামলা থেকে সরে দাঁড়ালে, এই কোর্টেই কেন মামলা দেওয়া হচ্ছে। এখন তো ৫৩ জন বিচারপতি আছেন। যে কোনও কোর্ট এই মামলা শুনতে পারে। এই এজলাসে দীর্ঘ শুনানি করার সময় নেই।

শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা সুরক্ষাকবচ ও অন্য একটি মামলা থেকে এর আগে এই মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন বিচারপতি পার্থসারথি সেন। এবার সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা।এদিন লিখিতভাবে তিনি জানান, সুপ্রিম কোর্টে এমনভাবে সরকার আবেদন করল যেন আবেদনকারীর জন্য শুনানিতে দেরি হচ্ছে।

কিন্তু এই কোর্ট দেখছে, কোনও পক্ষই এই মামলা দ্রুত শুনানি করাতে আগ্রহী নয়।

প্রসঙ্গত, গত বছর ডিসেম্বর মাসে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ শুভেন্দুর বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশের দায়ের করা ২৬টি এফআইআর-এ স্থগিতাদেশ দেয়। শুভেন্দুর বিরুদ্ধে নতুন মামলা করতে গেলেও আদালতের অনুমতি নিতে হবে বলে হাই কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য সরকার। তার প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ জানায়, রাজ্য সরকারকে আগের নির্দেশে রদবদলের জন্য হাই কোর্টেই আবেদন জানাতে হবে।

# হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

## ওজন কমাতে প্রতিদিন যত দূর হাঁটবেন জানেন কি?

নিয়মিত হাঁটাহাঁটির মাধ্যমে ওজন কমানো সম্ভব। হাঁটার উপকারিতা সম্পর্কে সবাই কমবেশি জানেন! শারীরিক কসরতের প্রথম ধাপ বলতে গেলে হাঁটা। সুস্থ থাকার পাশাপাশি শরীরের অতিরিক্ত ওজন কমাতে হাঁটার বিকল্প নেই। তবে অনেকেই জানেন না, দৈনিক কতটুকু হাঁটা উচিত? সে সম্পর্কে চলুন তবে জেনে নেয়া যাক- বয়স এবং কর্মক্ষমতার ওপর ওজন কমাতে হাঁটার পরিমাণ নির্ভর করে। সাধারণভাবে বলা যায়, যারা ওজন কমাতে সবে মাত্র হাঁটা শুরু করেছেন তাদের দিনে অন্তত পাঁচ মাইল হাঁটা উচিত। "ব্রাজিলিয়ান জার্নাল অব ফিজিকাল থেরাপি"তে অন্তর্ভুক্ত ২০১৬ সালের একটি গবেষণায় জানা যায়, স্থূলকায় একজন প্রতিদিন যদি প্রায় ১০ হাজার পদক্ষেপ হাঁটেন (প্রায় ৫ মাইল) তবে সে ১২ সপ্তাহে গড়ে ৩.৪ পাউন্ড বা দেড় কেজি ওজন কমাতে সক্ষম হন।

২০০৮ সালে করা "জার্নাল অব ফিজিকাল অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড হেল"য়ে প্রকাশিত তিন হাজার সুস্থ অংশগ্রহণকারীর পর্যবেক্ষণমূলক একটি গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, ওজন কমাতে ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী নারীদের দৈনিক অন্তত ১২ হাজার পদক্ষেপে (প্রায় ৬ মাইল) হাঁটতে হবে।

পুরুষেরও একই দূরত্বে হাঁটতে হবে বয়স ৫০ পর্যন্ত। এরপর মাত্রা কমিয়ে আনতে হবে ১১ হাজার পদক্ষেপে অর্থাতপ্রায় সাড় ৫ মাইল। ৪০ থেকে ৫০ বছর বয়সি নারীদের নিতে হবে ১১ হাজার পদক্ষেপ। ওজন কমানোর জন্য যখন হাঁটা শুরু করা হয় তখন মনে রাখতে হবে শুধু শারীরিক কর্মকাণ্ডই নয়, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন না করলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না। ওবেসিটি জার্নালে ২০১২ সালে করা একটি গবেষণার ফলাফল থেকে জানানো হয়, অংশগ্রহণকারীরা ১২ মাসে শুধু ব্যায়াম করে ২.৪ শতাংশ শরীরের মেদ কমিয়েছেন। অন্যদিকে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন এবং ব্যায়াম করে মেদ কমেছে গড়ে ১০.৮ শতাংশ।

## আমের রাজা হিমসাগর, বছরভর খেতে চাইলে বানিয়ে নিন আমসত্ত

গরমকাল মানেই আমের সম্ভার। ফলের রাজা। আর আমের প্রকারও অনেক। ফজলি, ল্যাংড়া থেকে আলফানসো, আম্রপালি, কাঁচামিঠা আমে ভর্তি থাকে বাংলার বাজার। কিন্তু বাঙালির হেঁশেল দখল করে রাখে হিমসাগর। হিমসাগরের আশেপাশে কোনও আমের স্বাদই যেন টেকে না। বাংলায় হিমসাগর আমই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। আমের গন্ধ ও স্বাদ দিয়েই চেনা যায় হিমসাগরকে।

গরমে ভাত হোক রুটি সঙ্গে থাকে হিমসাগর। তবে, শুধু যে ফল হিসেবে হিমসাগর খাওয়া হয়, তা নয়। আমের তৈরি বিভিন্ন মিষ্টি পদও তৈরি হয় এই হিমাসাগর দিয়ে।

পাকা আমের মিল্কশেক থেকে শুরু করে আমের চাটনি, পুডিং তৈরিতেও ব্যবহার করা হয় হিমসাগর আম। এমনকী আমসত্ত্ব তৈরি হয় এই হিমসাগর আম দিয়ে। হিমসাগরকে বিশ্বের অন্যতম সুস্বাদু আম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ

এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে এই আমের চাষ হয়। কিন্তু সমস্যা হল, খুব কম দিনই এই আম পাওয়া যায়। মে মাসের শুরু থেকেই বাজারে আসতে শুরু করে হিমসাগর। জুন মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই আমের দেখা মেলে। তারপর আবার এক বছরের প্রতীক্ষা। তাই এই সুযোগে আপনি বাড়িতে আমসত্ত্ব বানিয়ে নিতে পারেন।

হিমসাগর আম দিয়ে বানিয়ে নিন আমসত্ত্ব-

প্রথমে দু'টো পাকা আম নিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে নিন। আঁটিটা ছাড়িয়ে নেবেন। এবার আমের টুকরোর সঙ্গে ২ চামচ চিনি মিশিয়ে মিক্সিতে ভাল করে পেস্ট করে নিন। পেস্টটা মিহি করবেন। আম পেস্ট করার সময় এতে জল মেশাবেন না। প্রয়োজনে একবার চামচ দিয়ে নেড়ে নিয়ে আবার একবার মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিন।

একটা ফ্রাইং প্যান গরম বসান। এবার এতে আমের পেস্টটা গরম বসান। ক্রমাগত নাড়াচাড়া করতে থাকবেন। মিশ্রণটি ঘন না হওয়া পর্যন্ত, এটা নাড়াচাড়া করতে হবে। তবে, খেয়াল রাখবেন, যাতে কড়াইতে লেগে না যায়। মাঝারি আঁচে রেখে রান্না করুন। এরপর এর মধ্যে ১/২ চামচ এলাচ গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। মিশ্রণটা ঘন হলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। একটি পাত্রে ঘি মাখিয়ে তার উপর মিশ্রণটা ঢেলে দিন। এবার থালাটা রোদে রেখে দিন। ২-৬ দিন এই মিশ্রণটি রোদে রাখলে আমসত্ত্ব শুকিয়ে যাবে। তখন টুকরো টুকরো করে কেটে নিলেই কাজ হবে।

ঘুমোতে যাওয়ার আগে টমেটো সস, সয়া সস, রেড ওয়াইন, ভিনিগার এসব এড়িয়ে চলুন। এই সব খাবারের মধ্যে থাকে টাইরামিন- যা শরীরের জন্য একেবারে ভাল নয়। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে টকদই খান অনেকেই। এই অভ্যাসও কিন্তু একেবারে ভাল নয়।

কাঁচা পেঁয়াজ, লেবু, টমেটো সস এসব রাতে একদম নয়। এর মধ্যে থাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড। এতে পেটে বেশি পরিমাণ অ্যাসিড তৈরি হয় আর সেই সঙ্গে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। পাকস্থলীতেও চাপ পড়ে। ভাল ঘুমের জন্য রাতে একদম হালকা খাবার খেতে হবে।

## কাঁচা আম কি শুধুই সুস্বাদু? সুস্বাস্থ্যে এর গুণাগুণ আছে

কাঁচা আম গরমে খুবই লোভনীয়। তবে শুধু স্বাদের দিক থেকে নয়। গরমকালে কাঁচা আম খাওয়ার অনেক উপকারিতাও আছে। কী কী? ইমিউনিটি বাড়ায় কাঁচা আমে ভিটামিন সি, ভিটামিন ই সহ একাধিক অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট থাকে। যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

হার্ট হেলদি রাখে কাঁচা আমে প্রচুর ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম ও ভিটামিন থাকে। যা শরীরে রক্ত সঞ্চালন ঠিক রাখে। ফলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। হার্টও সুস্থ থাকে। এছাড়া থাকে হার্টের জন্য উপকারী ম্যাঙ্গিফেরিন নামক অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট।

ডায়াবেটিসে উপকারী কাঁচা আম রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ডায়াবেটিস রোগীদের পাকা আম খেতে মানা

থাকলেও, কাঁচা আম বিনা বাধায় খেতে পারেন তারা। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ কাঁচা আম খারাপ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে। লিভারের কার্যকারিতা বাড়ায়। কাঁচা আম শরীরের ডিটক্সিফিকেশনেও সাহায্য করে। হজমে সাহায্য করে কাঁচা আমে অ্যামাইলেস নামক একধরনের পাচক উতেচক থাকে। যা খাবার হজম করতে সাহায্য করে। ফলে কাঁচা আম অ্যাসিডিটি ও কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়। চোখ ভালো রাখে কাঁচা আমে ভিটামিন-এ থাকে। যা চোখের জন্য খুবই দরকার। এছাড়াও কাঁচা আমে থাকা লুটেইন ও জিয়াজ্যান্থিন অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট দুটি চোখের রেটিনা ভালো রাখে। ওজন কমায় কাঁচা আমে খুব কম ক্যালোরি থাকে। এছাড়া কাঁচা আমে ফ্যাট, কোলেস্টেরল এবং চিনিও কম থাকে। ফলে ওজন বাড়ার কোনও সুযোগ নেই কাঁচা আম খেলে। আরেকটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে, সব ধরনের হাঁটা একই ফলাফল বয়ে আনে না। দ্রুত হাঁটা হতে পারে মাঝারি-কঠিন মাত্রার ব্যায়াম। আর অতি- কঠিন- অ্যারোবিক-শরীরচর্চা হতে পারে ঢাল বেয়ে দৌড়ে ওঠা, জগিং, পাহাড় বাওয়া ইত্যাদি।

## জানেন চায়ের সঙ্গে কোন খাবারগুলি খেলেই স্বাস্থ্যের ক্ষতি

বাঙালি মাত্রই চা অন্ত প্রাণ। সকালে উঠে চায়ের পেয়ালায় চুমুক না দিলে আমাদের দিনটাই শুরু হয় না। কোথাও একটা ফাঁক রয়ে যায়। মেজাজ বিগড়ে যায়, কাজে মন লাগে না। তাই ঘোর লকডাউনের সময়ে চা কাকুর- "আমরা কী চা খাবো না" উক্তিটি আমাদের হৃদয় গলিয়ে দিয়েছিল।

তবে সেই সব কঠিন দিন এখন অতীত। এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে জোটবদ্ধভাবে চা খেলেও কারও কিছু বলার নেই। তাই অফিসের ফাঁকে বা কলেজের টিফিনে অনেকেই চায়ের কাপ হাতে ধরে নানা গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করে থাকেন।

কিন্তু মনে রাখবেন, চা পান করার সময় কয়েকটি খাবার থেকে দূরে থাকা দরকার। চায়ের সঙ্গে এই জিনিসগুলি খেলে গোপনেই শরীরের ক্ষতি হয়ে যায়। মুশকিল হল, আমাদের মধ্যে অধিকাংশই জানেন না যে চায়ের সঙ্গে কী কী খাবার খাওয়া উচিত নয়। তাই তো অজান্তেই একাধিক সমস্যা আমাদের পিছু নেয়। আর এর ফল ভোগ করে শরীর। তাই এই প্রতিবেদনটি পড়ে আগেভাগে সাবধান হন। অনেকেই লেবু চা

খেতে খুবই পছন্দ করেন। লিকার চায়ে কয়েক ফোঁটা লেবু ও অল্প নুন-চিনি মিশিয়ে মুখে তুললেই- কেয়া বাত, কেয়া বাত। স্বাদ ও গন্ধে এর কোনও তুলনা হয় না। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞান জানাচ্ছে, লেবুর সঙ্গে চায়ের সংমিশ্রণ যতটা সম্ভব এড়িয়ে চললেই ভালো হয়। বিশেষত, সকালে খালি পেটে লেবু চা খাবেন না। এতে গ্যাস, বদহজম, অ্যাসিডের আশঙ্কা বাড়ে। আর যাঁরা ভাবছেন, লেবু চা খেয়ে ভিটামিন সি-এর জোগান বাড়াচ্ছেন, তাঁরাও ভুল করছেন মশাই। লেবুর রস গরম করলে তার মধ্যে থাকা ভিটামিন সি নষ্ট হয়ে যায়। তাই লেবু চা খেলেও ভিটামিন সি মেলে না।

চায়ের সঙ্গে হলুদের কম্বিনেশন একদমই চলে না। বরং এতে গ্যাস, অ্যাসিডিটি, কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। তাই চায়ে আর যাই মেশান না কেন, হলুদ মেশানোর ভুল করবেন না। এতে নিজেরই ক্ষতি ডেকে আনবেন।

একদিকে চলছে গরম চা, আবার অন্য হাতে ধরে রয়েছেন কোল্ড ড্রিংকস বা আইসক্রিম। এই দুইয়ের ফিউশন কিন্তু শরীরের মারাত্মক ক্ষতি করে। একবার চায়ে চুমুক দিচ্ছেন তো পরক্ষণেই কোল্ড ড্রিংকস খাচ্ছেন। সাবধান মশাই, আপনি যে কী ভুলটাই করছেন, তা বলে বোঝাতে পারব না। এভাবে ঠান্ডা ও গরম পানীয় একসঙ্গে খেলে শরীরের বারোটা বাজে। খাবার হজম হয় না। এমনকী কমে যায় ইমিউনিটিও। তাই এই ভুলটা একদমই করবেন না। চপ, সিঙ্গারা, তেল, লঙ্কা দিয়ে জম্পেশ করে মাখানো মুড়ি, আর সঙ্গে এককাপ চা। উফ বিকেলটা যেন জমে ক্ষীর! বিষন্ন মনে খেলে যায় খুশির হাওয়া। তবে চায়ের সঙ্গে চপ, সিঙ্গারার এই কম্বিনেশনটাও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। বিশেষত, দুধ চা খেলে সমস্যার আশঙ্কা থাকে বেশি। এক্ষেত্রে গ্যাস, অ্যাসিডিটি, বুক জ্বালা নিত্যদিনের ভোগান্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে। তাই চায়ের সঙ্গে তেলেভাজা খাওয়ার ভুল নয়। বরং বাদাম ভাজা দিয়ে মুড়ি খেতে খেতে চুয়ের কাপে চুমুক দিতে পারেন। কিছুজন হেলদি জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী। তাই সবকিছুর সঙ্গেই জুড়ে দিতে চান শাকপাতা। এমনকী অনেকেই চায়ের সঙ্গে স্ন্যাকস হিসাবে পালংশাকের বড়া খেয়ে থাকেন। তাতেই হতে পারে নানাবিধ শারীরিক সমস্যা। গবেষণায় দেখা গিয়েছে চায়ের সঙ্গে পালংশাকের মতো আয়রন সমৃদ্ধ খাবার যেমন টফু, ডাল ইত্যাদি খেলে আদতে শরীরের ক্ষতি হয়। তাই এই ভুলটা একদমই করা যাবে না। এতে আপনারই সমস্যা বাড়বে।

## ঘুমোতে যাওয়ার আগে এই ৮ খাবার খেলেই অ্যাসিডিটি, গ্যাস, বুকজ্বালা অবধারিত

শরীরের যাবতীয় শক্তি আসে খাবার থেকে। আর তাই নিয়ম করে খাবার খেতে হবে। তবে অর্ধেকের বেশি রোগের মূল কারণ হল খাদ্যাভ্যাস। যদি স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার পরও মনে হয় যে গ্যাস, অম্বল লেগে রয়েছে, একটুতেই পেট খারাপ হয় তাহলে বুঝতে হবে খাবার আর পানীয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকছে না। অর্থাতঠিক সময়ে খাবার খাওয়া হচ্ছে না। প্রায়শই দেখা যায় যে অধিকাংশই বেশি রাত করে রাতের খাবার খান। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে অ্যালকোহল, বিয়ার খেলে হজমের সমস্যা হবেই। এতে ঘুমও ঠিক করে হয় না। আর ঘুম হলেও মাথা ধরে থাকে। কারণ অতিরিক্ত অ্যালকোহলে শরীর শুষ্ক হয়ে যায়। আর তাই রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে মশলাদার খাবার, কফি, অ্যালকোহল এসব একেবারেই খাওয়া ঠিক নয়। এতে ঘুম হয় না, পেটে অ্যাসিড-গ্যাস এসব বেশি পরিমাণে তৈরি হয়। আর তাই পেট

ঠাণ্ডা রাখতে চাইলে, হজম প্রক্রিয়া ঠিক রাখতে চাইলে এবং ঠিক ভাবে ঘুমোতে চাইলে কিছু খাবার এড়িয়ে চলতেই হবে। ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের মতে ভারী খাবার হজম হতে অনেক বেশি সময় লাগে। রাতে তাই তেল-মশলা-অতিরিক্ত তৈলাক্ত খাবার এসব একেবারেই খাওয়া চলবে না। খেলেই বদহজম হতে বাধ্য। সেই সঙ্গে ঘুমের ব্যাঘাত তো ঘটবেই। আর তাই রাতে চিজ, বার্গার, ভাজাভুজি, মাংস এসব একেবারেই এড়িয়ে চলুন।

চা-কফির মধ্যে ক্যাফেইন বেশি পরিমাণে থাকে। তাই বিকেলের পর চা, কফি আর নয়। সেই সঙ্গে সোডাযুক্ত পানীয়ও এড়িয়ে চলতে হবে। এমনকী আইসক্রিম বা লোভনীয় ডেজার্টও এড়িয়ে চলতে হবে রাতে। খেলে অ্যাসিড অবধারিত।

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে মিষ্টি একেবারেই চলবে না। কারণ রাতে মিষ্টি খেলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে গ্যাস-অম্বলের সম্ভাবনাও অনেক বেড়ে যায়।

## এই একটি মসলার গুণেই বশে থাকবে আপনার ইউরিক অ্যাসিড

বর্তমানে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাওয়ার সমস্যায় অনেকেই ভুগছেন। বয়স্কদের পাশাপাশি কমবয়সীরাও অনিয়মিত জীবনযাপনের কারণে এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন ও অত্যধিক প্রোটিনযুক্ত খাবার খাওয়ার কারণে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায়।

যারা শাকসবজি কিংবা ফলমূলের চেয়ে বেশি মাছ-মাংস খান, তাদের ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি বেশি।

অত্যধিক মদ্যপানও ইউরিক অ্যাসিডের কারণ হতে পারে।

সাধারণত ইউরিক অ্যাসিড হাঁটু ও বিভিন্ন অস্থিসন্ধিতে জমা হয়। ফলে হাঁটু ফুলে যায়। আবার কারও কারও ক্ষেত্রে গোড়ালি, পায়ের আঙুল ফুলে ব্যথার সৃষ্টি হয়। ফলে হাঁটতে কষ্ট হয়। এই সমস্যায় যারা ভোগেন তারা দীর্ঘক্ষণ বসতেও পারেন না, এতেও ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যায়।

ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ও ব্যথা কমাতে চিকিতকরা রোগীকে পথ্য দেন, তবে এই সমস্যার দ্রুত সমাধান করা যায় সঠিক ডায়েট ও শরীরচর্চার মাধ্যমে। এর পাশাপাশি কিছু ভেষজ আছে যা খাদ্যতালিকায় রাখলে এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তেমনই এক উপাদান হলো হলুদ।

কীভাবে ইউরিক অ্যাসিড বশে রাখে হলুদ? সবার রান্নাঘরেই এই

মসলা থাকে। শুধু খাবার রঙিন করতেই নয়, বরং স্বাস্থ্যের জন্যও অনেক উপকারী এই ভেষজ। ওষুধি গুণ থাকায় হলুদ যুগ যুগ ধরে আয়ুর্বেদ চিকিতায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এছাড়া বৈজ্ঞানিকভাবেও প্রমাণিত যে, গাউট, আর্থ্রাইটিসের চিকিতায় দারুন কার্যকরী এক উপাদান হলো হলুদ। "কারকিউমিন" হলো হলুদের সবচেয়ে সক্রিয় রাসায়নিক। এটি হলুদের শক্তিশালী অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ক্ষমতার জন্য বিবেচিত। ২০১৯ সালের প্রাণী গবেষণা "আর্থ্রাইটিস অ্যান্ড থেরাপি" অনুসারে, কারকিউমিন নিউক্লিয়ার ফ্যাক্টর-কাপ্পা বি (এনএফ-কাপ্পা বি) নামক একটি প্রোটিনকে দমন করতে পারে। এনএফ-কাপ্পা বি গাউটসহ বিভিন্ন প্রদাহের জন্য দায়ী।

২০১৩ সালে ওপেন জার্নাল অব রিউমাটোলজি অ্যান্ড অটোইমিউন ডিজিজেস"এ প্রকাশিত একটি মানব গবেষণায় কারকিউমিনের প্রদাহ-বিরোধী প্রভাবও উল্লেখ করা হয়েছে। গাউটে আক্রান্ত ব্যক্তিরা হলুদের নির্যাস গ্রহণ করার পরে স্বস্তি অনুভব করেন। কারকিউমিনের ক্ষমতার বলে এনএফ-কাপ্পা বি ব্লক করার মাধ্যমেই দ্রুত প্রদাহ কমে যায় বলে জানান গবেষকরা। ২০১৮ সালে "বিএমসি কমপ্লিমেন্টরি অ্যান্ড অলটারনেটিভ মেডিসিন" এর গবেষণায় দেখা গেছে, প্রদাহ কমাতে হলুদের কারকিউমিন খুবই কার্যকরী। যা আর্থ্রাইটিস সম্পর্কিত জয়েন্টেও ব্যথাও মুহূর্তেই সারাতে পারে।

গবেষণায় অংশ নেওয়া অস্টিওআর্থারাইটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা টানা তিন মাস ধরে কারকিউমিন নির্যাস গ্রহণ করেন ও তারা ফল পান হাতেনাতে। অংশগ্রহণকারীদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপের উন্নতি ও জয়েন্টের ব্যথা খুব দ্রুত সেরে যায়। এছাড়া হলুদে থাকা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট শরীরের ফ্রি র‍্যাডিকেল (কোষের ক্ষতি করে যে অণু) ধ্বংস করে। যদি আপনার শরীরে ফ্রি র‍্যাডিক্যাল এও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভারসাম্যহীনতা থাকে, তাহলে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস দেখা দেয়। আর অক্সিডেটিভ স্ট্রেসই শরীরে বিভিন্ন প্রদাহের সৃষ্টি করে।

জার্নাল অব ফুড কোয়ালিটির ২০১৭ সালের এক নিবন্ধ অনুসারে, হলুদে থাকে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য কারকিউমিনসহ ফ্ল্যাভোনয়েড, অ্যাসকরবিক অ্যাসিড ও পলিফেনল থেকে আসে। এর মানে হলো হলুদ অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমিয়ে গাউটের প্রদাহ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে। তাই ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যার সমাধানে নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখতে পারেন হলুদ। বিভিন্ন খাবারে মিশিয়ে কিংবা হলুদের চা, হলুদের গুঁড়ার মিশ্রণ পান করুন নিয়মিত। এমনকি সকালে এক টুকরো কাঁচা হলুদ চিবিয়ে বা রস করে খেতে পারে। এর পাশাপাশি হাঁটু, গোড়ালি কিংবা পায়ের আঙুল যেখানেই ফুলে ব্যথা হোক না কেন হলুদের পেস্ট লাগালে মুহূর্তেই স্বস্তি মিলবে। হলুদ কতটুকু খাবেন? আর্থ্রাইটিস ফাউন্ডেশনের পরামর্শ অনুযায়ী, অস্টিওআর্থারাইটিসের জন্য দিনে ৩ বার ৪০০-৬০০ মিলিগ্রাম ক্যাপসুল খেতে পারবেন। অন্যদিকে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের রোগীরা দিনে ২ বার ৫০০ মিলিগ্রাম হলুদের সাপ্লিমেন্ট ক্যাপসুল খেতে পারেন। তবে জটিল কোনো রোগ বা দীর্ঘস্থায়ী কোনো সমস্যায় ভুগলে চিকিতকের পরামর্শ নিয়ে তবেই হলুদ গ্রহণ করুন।

## রান্নাঘরের যে ৭টি জিনিস আপনার মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে

কর্মব্যস্ত জীবনে রান্নাঘর সামলাতে এখন অনেকেই নানা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন। ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভ ছাড়া তো এখন রান্নাঘরই অপূর্ণ থাকে!

তবে জানেন কি, রান্নাঘরে ব্যবহৃত এমন কয়েকটি জিনিস আছে যেগুলো হতে পারে স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জক। জেনে নিন কী কী- ফ্রিজ তো এখন সবার ঘরেই আছে। খাবার দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য ফ্রিজের বিকল্প নেই। তবে ফ্রিজ থেকে নির্গত ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন কিন্তু শরীরের জন্য হতে পারে মারাত্মক ক্ষতিকর। এই কার্বন তীব্র মাথা যন্ত্রণার কারণ হতে পারে। খাবার গরম করা থেকে শুরু করে বাহারি পদ তৈরির জন্য মাইক্রোওয়েভের বিকল্প নেই। তবে জানলে অবাক হবেন, মাইক্রোওয়েভ থেকে নির্গত রশ্মি শরীরের জন্য হতে পারে ক্ষকির। আর অবশ্যই মাইক্রোওয়েভে ব্যবহৃত বাসনপত্র সঠিক কি না তা যাচাই করে নিন। অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র কমবেশি সবাই ব্যবহার করেন। তবে এই বাসনেই লুকিয়ে আছে বিপদ। কারণ অ্যালুমিনিয়ামের বাসন থেকে নির্গত ক্যাডমিয়াম শরীরের জন্য হতে পারে মারাত্মক ক্ষতিকর। খাবার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সোডিয়াম বেনজোয়েট ব্যবহার করা হয়। যদি ভুলেও কোনো খাবারে ০.১ শতাংশের বেশি সোডিয়াম বেনজোয়েট ব্যবহার করা হয় তাহলে শরীরে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। এর ফলে অ্যালার্জি ও ক্যানসারের মতো রোগ হতে পারে। খাবারে ৩ গ্রামেরও বেশি এমএসজি ব্যবহারও ডেকে আনতে পারে বিপদ। এমএসজি হৃদরোগ ও অ্যালার্জি জন্য দায়ী। আধুনিক রান্নাঘরে এয়ার ফ্রায়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই বৈদ্যুতিক যন্ত্র নানা রোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। কমবেশি সবাই রান্নায় রিফাইন্ড অয়েল ব্যবহার করেন। ভাজাভুজির পর কখনো বাকি তেলটুকু সংরক্ষণ করে পরে রান্নার কাজে লাগাবেন না। এই অভ্যাসের কারণে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। কারণ পোড়া রিফাইন্ড অয়েল ব্যবহার ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়।

# গোয়ায় এসসিও বিদেশমন্ত্রীদের দু'দিনের বৈঠক শুরু, ঝাং মিং-এর সঙ্গে কথা বললেন এস জয়শঙ্কর

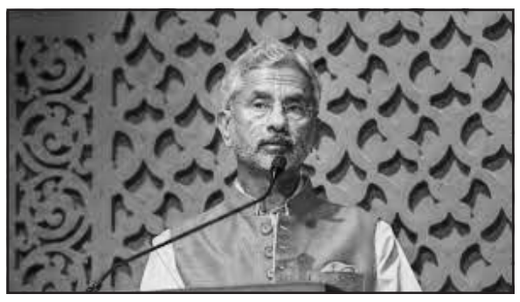

পানাজি, ৪ মে (হি.স.): সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) গোষ্ঠীর সদস্যরা বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে গোয়ায় আসতে শুরু করেছেন। রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ গোয়া পৌঁছেছেন। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার গোয়ায় এই বৈঠক হচ্ছে। এদিন সকালে বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর এসসিও-এর মহাসচিব ঝাং মিং-এর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ডঃ জয়শঙ্কর ভারতের এসসিও প্রেসিডেন্সির প্রতি তাঁর সমর্থনের প্রশংসা করেছেন। তিনি স্টার্টআপ, ঐতিহ্যগত চিকিৎসা, যুব ক্ষমতায়ন, বৌদ্ধ ঐতিহ্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সহ মূল ফোকাস ক্ষেত্রগুলি নির্ধারণ করেছেন। বৈঠকে চিন ও পাকিস্তান-সহ সদস্য দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীরাও উপস্থিত থাকবেন। ডক্টর এস জয়শঙ্কর তাঁর রাশিয়ান এবং চিনা সমকক্ষদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন। বিদেশমন্ত্রীর বৈঠক ভারত এবং অন্যান্য সদস্য দেশগুলিকে বহুপাক্ষিক সহযোগিতা এবং বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে। সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন হল একটি আট সদস্য বিশিষ্ট বহুপাক্ষিক সংস্থা, যা ২০০১ সালের ১৫ জুন সাংহাইতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এসসিও-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলি হল ভারত, চিন, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, রাশিয়া, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তান।

## নাইজেরিয়ান নাগরিক সহ চার মাদক ব্যবসায়ীকে মুম্বইতে গ্রেফতার

মুম্বই, ৪ মে (হি.স.) : মুম্বইয়ের পুলিশ ৩২ লাখ টাকার মাদকসহ একজন নাইজেরিয়ান নাগরিকসহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্তদের ৬ মে পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। মামলার তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক বৃহস্পতিবার বলেন, ২২ এপ্রিল মাদক ব্যবসায়ী শশীকান্ত জগতাপ (৩১)কে গোরেগাঁওয়ে পুলিশের একটি দল ৫ লাখ টাকার মাদকসহ গ্রেফতার করেছিল। এই অভিযুক্তের খবরের ভিত্তিতে মুম্বইয়ের বিভিন্ন এলাকা থেকে একজন নাইজেরিয়ান নাগরিক সহ চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃত অভিযুক্তরা হলেন সুরাজ হাবিব শেখ, জহির ওয়াহাবুদ্দিন কুরেশি, রিয়াজ নাসির আলি সাইয়িদ এবং নাইজেরিয়ান নাগরিক সানডে জন আমবেজ। এদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে এবং মূল মাদক চোরাকারবারীর বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

# বিশ্বব্যাঙ্কের পরবর্তী সভাপতি হচ্ছেন অজয় বাঙ্গা, অভিনন্দন বাইডেন ও হ্যারিসের

ওয়াশিংটন, ৪ মে (হি.স.): ভারতীয় বংশোদ্ভূত অজয় বাঙ্গা বিশ্বব্যাঙ্কের পরবর্তী সভাপতি হচ্ছেন। তিনি ডেভিড ম্যালপাসের স্থলাভিষিক্ত হবেন। মাস্টার কার্ড-এর প্রাক্তন মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিককে ব্যাঙ্কের ২৫ সদস্যের কার্যনির্বাহী বোর্ড নির্বাচিত করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা-সহ আন্তর্জাতিক নানা সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য ঋণদাতাদের সাহায্য করতে তাঁকে এর আগে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন তাঁকে এই পদের জন্য মনোনীত করেন। রাশিয়া অবশ্য ভোটাভুটিতে অংশ নেয়নি। বিশ্ব ব্যাঙ্কের ২৫ সদস্যের কার্যনির্বাহী পরিষদ বুধবার সংস্থার নতুন প্রেসিডেন্ট হিসাবে ভারতীয়-আমেরিকান অজয়কে নির্বাচিত করেছে। গত ফেব্রুয়ারিতে অজয়কে বিশ্ব ব্যাঙ্কের শীর্ষপদের জন্য মনোনীত করেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বুধবার তাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে ছাড়পত্র দিল সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ। এই প্রথম কোনও ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট পদ পেলেন। এর আগে 'জেনারেল আটলান্টিক' নামে একটি শেয়ার লেনদেনকারী সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান পদে ছিলেন অজয়। অতীতে মাস্টারকার্ডের সিইও পদে দায়িত্বও সামলেছিলেন। ২০১৬ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল তাঁকে। ৬৩ বছর বয়সি অজয়ের জন্ম মহারাষ্ট্রের পুণেতে। দিল্লিতে সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের অর্থনীতির স্নাতক। পরে আহমেদাবাদ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট থেকে এমবিএ করেন। 'নেসলে ইন্ডিয়া'-র হাত ধরে কর্মজীবন শুরু হয়েছিল তাঁর। এর পর কাজ করেন সিটি ব্যাঙ্কেও। অজয় বাঙ্গাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস।

## 'কালীঘাটের কাকু'-সহ চার বাড়িতে সিবিআই

কলকাতা, ৪ মে (হি. স.) : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আরও তৎপর সিবিআই। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দিকে দিকে তল্লাশি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। বেহালায় 'কালীঘাটের কাকু' সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের বাড়িতে তল্লাশি হয়। এছাড়াও বেহালায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ এক কাউন্সিলর-সহ দু'জনের বাড়িতে যায় সিবিআই। নিউ বারাকপুরে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়কের বাড়ি এবং মহেশতলাতেও চলে তল্লাশি।

কালীঘাটের কাকুর দু'টি বাড়িতে বৃহস্পতিবার হানা দেয় সিবিআই। নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার সকালে একযোগে শহরের চার জায়গায় তল্লাশি চালান সিবিআই আধিকারিকরা। পার্থ ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বেহালার ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পার্থ সরকার ওরফে 'ভজা'র বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে যায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থের প্রাক্তন আপ্ত সহায়ক সুকান্ত আচার্য্যের বাড়িতেও হাজির হয় সিবিআই।

নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে একের পর এক হেভিওয়েটের নাম সামনে এয়েছে। তেমনই গোপাল দলপতির মুখে প্রথম শোনা গিয়েছিল সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের নাম। কুন্তল ঘোষ চাকরি বিক্রির টাকা কোথায় পৌঁছে দিতেন? এই প্রশ্নের জবাবে গোপাল দলপতি 'কালীঘাটের কাকু'র কথা বলেছিলেন। তদন্ত করতে গিয়ে 'কালীঘাটের কাকু' হিসেবেই তাঁর নাম প্রথম আসে তদন্তকারী আধিকারিকদের হাতে।

বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর বেহালার বাড়িতে বানা দেয় ছয় থেকে সাত জন সিবিআই আধিকারিক। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয় তাঁর বাড়ির সামনে। সুজয়কৃষ্ণকে আগেও সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজাম প্যালেসে তলব করেছিল। পরে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের ব্যাঙ্কের নথিও চেয়ে পাঠানো হয়েছিল। সেই সব নথি তিনি সিবিআইকে জমা দিয়েছেন বলেও সুজয়কৃষ্ণ দাবি করেছিলেন। এবার সেই সুজয়কৃষ্ণের বাড়িতে হাজির হয় সিবিআই।

বেহালার ব্যবসায়ী সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতেও সিবিআই আধিকারিকেরা অভিযান চালান বলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর। বেহালার ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পার্থ সরকার ওরফে 'ভজা'র বাড়িতেও তল্লাশি চালায় সিবিআই। গত মাসেই সিবিআই দাবি করেছিল, তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে দুর্নীতির কালো টাকা পৌঁছে দিতেন কাউন্সিলর পার্থ সরকার।

সূত্রের খবর, তদন্তকারী সংস্থায় জেরা তৃণমূল বহিষ্কৃত যুব নেতা কুন্তল ঘোষ জানিয়েছিলেন দুর্নীতির টাকা প্রথমে পার্থ সরকারের কাছে যেত। পরে তা পৌঁছে যেত তৎকালীন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। যদিও পার্থ সরকার দাবি করেছিলেন যে, তিনি কুন্তল ঘোষকে চিনতেন না।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রাক্তন আপ্ত সহায়ক সুকান্ত আচার্য্যের বাড়িতে সিবিআই-এর একটি দল তল্লাশি অভিযানে যায়। নিউ ব্যারাকপুরে তাঁর বৈকুণ্ঠ' নামের বাড়িতে চলে তল্লাশি। আগেও তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। একাধিকবার তাঁকে তলব করেছে ইডি ও সিবিআই। ইডি-র চার্জশিটেও নাম ছিল সুকান্তবাবুর।

# বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরির সম্ভাবনা, পরিণত হতে পারে ঘূর্ণিঝড়ে

কলকাতা, ৪ মে (হি.স.): আগামী ৬ মে (শনিবার) দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হতে পারে। জানিয়ে দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৭ মে সেই ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই নিম্নচাপ ৮ মে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। তার পরে ৯ মে শক্তি বাড়িয়ে মধ্য বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোনে পরিণত হতে পারে এটি। যদিও শেষ পর্যন্ত কোথায় সেই ঘূর্ণিঝড় (পশ্চিম এশিয়ার দেশ ইয়েমেন যার নাম দিতে পারে 'মোকা') ভূখণ্ডে আছড়ে পড়বে তা জানায়নি আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শেষ পর্যন্ত কোথায় ল্যান্ডফল হবে বা তা কতটা শক্তিশালী হবে, তার দিকে নজর রাখছে আবহাওয়া দফতর। আপাতত সেদিকেই নজর রাখছেন আবহবিদরা।

কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গজুড়ে এবার তাপমাত্রার পারদ চড়বে, থেমে যাবে বৃষ্টিও। আগামী ৬ মে থেকে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে দিনের তাপমাত্রা বাড়তে পারে। একধাক্কায় না বাড়লেও, ধীরে ধীরে চড়বে তাপমাত্রা। যদিও, বৃহস্পতিবার সকালে স্বাভাবিকই ছিল কলকাতার তাপমাত্রা, এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। সকাল থেকেই মেঘলা ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, ৫ মে থেকে বৃষ্টি কমবে দক্ষিণবঙ্গে, ওই দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা অথবা পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বৃষ্টি হলেও হতে পারে। ৬ মে থেকে সর্বত্রই দিনের তাপমাত্রা বাড়তে পারে। একধাক্কায় নয়, ধীরে ধীরে বাড়বে তাপমাত্রা। আবহবিদরা আরও জানিয়েছেন, ৬ মে (শনিবার) দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হতে পারে। ৭ তারিখ তা নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই নিম্নচাপ ৮ মে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। তার পরে ৯ মে শক্তি বাড়িয়ে মধ্য বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোনে পরিণত হতে পারে এটি। অভিমুখ সম্পর্কে এখনই কিছু জানায়নি আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

## রামবানে হোটেলে আগুন লেগে মৃত্যু দু'জনের, প্রাণে বাঁচলেন ৫ জন

জম্মু, ৪ মে (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রামবানে হোটেলে আগুন লেগে প্রাণ হারালেন দু''জন। এই অগ্নিকান্ডে ৫ জন আহত হয়েছেন। রামবানের সানাসার এলাকায় অবস্থিত একটি হোটেলে এই আগুন লাগে। এই অগ্নিকান্ডে ম্যাজিস্ট্রেট পর্য্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। বুধবার মধ্যরাতে সানাসার ট্যুরিস্ট রিসোর্টের 'মা শান্তি'''' নামক হোটেলে আগুন লাগে। এই অগ্নিকোনে দু''জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং আহত অবস্থায় পাঁচজনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই অগ্নিকান্ডে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন, এই তদন্তের শীর্ষে থাকবেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রামবান)। তহসিলদার বাটোতে পাশাপাশি সহকারী পরিচালক ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস (রামবান) তদন্তে সহায়তা করবেন। দমকল কর্মীদের অনেক সময়ের প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

## জম্মু ও কাশ্মীরের ১৬টি ঠিকানায় তল্লাশি এনআইএ-র

শ্রীনগর, ৪ মে (হি.স.): সন্ত্রাসে অর্থায়ন মামলায় জম্মু ও কাশ্মীরের ১৬টি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালাল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের মোট ১৬টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে এনআইএ। এই ১৬টি ঠিকানার মধ্যে ১১টি জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় ও ৫টি ঠিকানা জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বর জেলায়। এনআইএ জানিয়েছে, জামাত-ই-ইসলামী সন্ত্রাসী অর্থায়নের মামলা ২০২১ সাল থেকে এজেন্সি দ্বারা তদন্ত করা হচ্ছে। সেই মামলাতেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা ও কিশত্বর জেলার ১৬টি ঠিকানায় তল্লাশি চালানো হয়েছে।

## ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি মেটেলি বাজার সহ সংলগ্ন এলাকায়

মেটেলি, ৪ মে (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি বাজার সহ সংলগ্ন চা বাগান এলাকা ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঝড়ে চালসা- মেটেলি রাজ্য সড়কে বহু গাছ পড়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়াও মেটেলি বাজার, কলাবাড়ি বস্তি সহ সংলগ্ন চা বাগানের বহু বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঝড়ের দাপটে মেটেলি রাষ্ট্রভাষা উচ্চ বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর, ঘরের ছাদ ও গাছপালার ক্ষতি হয়। ইনডং চা বাগানের বহু ছায়া গাছ উপরে পড়ে। বিদ্যুতের পোলও উপরে পড়ে যায়। মেটেলি থানার পুলিশ সহ স্থানীয় বাসিন্দারা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সড়কের উপরে থাকা গাছ কেটে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। মেটেলি ব্লক প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

# অপ্রত্যাশিত আবহাওয়া দিল্লিতে, গরমের মাসে কুয়াশায় ঢাকল রাজধানী

নয়াদিল্লি, ৪ মে (হি.স.): অপ্রত্যাশিত আবহাওয়া সাক্ষী থাকলেন রাজধানীর মানুষজন। বৃহস্পতিবার সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ে যায় রাজধানী, গরমের মাসে কুয়াশা দেখে বিমোহিত দিল্লিবাসী। দিল্লিতে এই ধরনের আবহাওয়া সাধারণত মে মাসে দেখা যায় না। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাতাসে উচ্চ আর্দতা, শান্ত বাতাস এবং দিনের ও রাতের তাপমাত্রার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য কুয়াশা তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

আইএমডি অনুসারে, দৃশ্যমানতা ৫০১ থেকে এক হাজার মিটারের মধ্যে হলে কুয়াশা হয়। দিল্লির কিছু অংশে বৃষ্টির পরই আবহাওয়া পাল্টে যায়। সফদারজং অবজারভেটরি অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

# পাঁচ লাখের পুরস্কারে ঘোষিত নকশাল রামবাবুকে গ্রেফতার করল বিহার এসটিএফ

পটনা, ৪ মে (হি.স.) : বিহার স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) দল মাওবাদী রামবাবু রাম ওরফে রাজন (আঞ্চলিক কমিটির সদস্য) এবং তাঁর স্কোয়াডের জোনাল কমান্ডার রামবাবু পাসওয়ান ওরফে ধীরজকে গ্রেফতার করেছে। রাজ্যে ৪০ টিরও বেশি নকশাল মামলায় ওয়ান্টেড অভিযুক্তের উপর বিহার সরকার পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার রয়েছে।

রামবাবু রামকে পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে বিহার সরকার। এসটিএফ টিম তাকে এবং সংগঠনের জোনাল কমান্ডার রামবাবু পাসওয়ান ওরফে ধীরাজকে সারান এবং মুজাফফরপুর জেলার মধ্যে গন্ডক নদীর দিয়ারা এলাকায় একটি বড় অভিযানে গ্রেফতা করা হয়। বৃহস্পতিবার উভয় নকশালবাদীকে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বিহার এসটিএফ।

দিয়ারা এলাকায় এখনও তল্লাশি অভিযান চলছে।

উল্লেখ্য, রামবাবু রাম নিষিদ্ধ নকশাল সংগঠন সিপিআই-র সক্রিয় সদস্য এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় জোনাল কমিটির সম্পাদক। পূর্ব চম্পারণের মধুবনে সক্রিয় নকশাল রামবাবু রাম। রামবাবু রামের অপরাধ ইতিহাস ২২ বছরেরও বেশি পুরনো। ২০১৯ সালে চক্রবান্ধায় সিআরপিএফ-এর কোবরা ব্যাটালিয়নের একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে হত্যা করেছিল। এই কুখ্যাত নকশালবাদীর বিরুদ্ধে ৪০ টিরও বেশি মামলা নথিভুক্ত রয়েছে। এখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

# ইউক্রেনের কয়েকটি শহরে বিস্ফোরণের শব্দ, সতর্কতা জারি

কিয়েভ, ৪ মে (হি.স.) : ক্রেমলিনের ওপর ড্রোন হামলার পরে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ ও অন্যান্য শহরে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে বলে দেশটির কর্মকর্তা ও গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে। এরপর শহরগুলোতে বিমান সতর্কতা জারি করা হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষরা জানিয়েছে, যেকোনও ধরনের হামলা ঠেকাতে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কাজ করছে।

আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসন টেলিগ্রামে বলেছে, কিয়েভ অঞ্চলে বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী কাজ করছে। আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসনের প্রধান টেলিগ্রামে বলেছেন, বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কার্যক্রম চলছে। এদিকে স্থানীয় গণমাধ্যম ওডেসার কৃষ্ণ সাগর বন্দরে বিস্ফোরণের খবরও জানিয়েছে।

এদিকে, ক্রেমলিনের ওপর ড্রোন হামলা এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে হত্যার ইউক্রেনের প্রচেষ্টার ''প্রতিশোধ'' নেওয়ার কথা জানিয়েছে রাশিয়া। ড্রোন হামলাকে ''ইউক্রেনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড'' উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আনাতোলি আন্তোনভ বলেছেন, এই হামলার চেষ্টার জন্য জবাব দেবে রাশিয়া। তবে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ড্রোন হামলায় তার দেশের সংশ্লিষ্টতার কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, আমরা পুতিন বা মস্কোকে আক্রমণ করি না। আমরা আমাদের ভূখণ্ডে লড়াই করছি। আমরা আমাদের গ্রাম ও শহর রক্ষা করছি।

## আকস্মিক সফরে নেদারল্যান্ডে জেলেনস্কি

অ্যামস্টারডাম, ৪ মে (হি.স.): ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি আকস্মিক সফরে নেদারল্যান্ডসে গেছেন। এ সফরকালে তিনি দেশটিতে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত (আইসিসি) এবং ডাচ প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে জানা গেছে। বুধবার রাতে জেলেনস্কি আমস্টারডামের শচিফোল বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। তবে নিরাপত্তার কারণে ডাচ সরকারের মুখপাত্র তার সফরের বিষয়ে কিছু জানাননি। ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকিতে নরডিক দেশগুলোর শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের পর জেলেনস্কি বুধবার রাতে আমস্টারডামের শচিফোল বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। ডাচ সরকারি বিমান ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে পোল্যান্ডের বিমানবন্দর থেকে হেলসিংকিতে নিয়ে যায়। গত মার্চ মাসে আইসিসি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। ইউক্রেনের শিশুদের অবৈধভাবে নির্বাসনে পাঠানোর যুদ্ধাপরাধের দায়ে তার বিরুদ্ধে এ পরোয়ানা জারি করেন আদালত। রাশিয়া আইসিসিরি সদস্য নয়। মস্কো ইউক্রেনে কোনও নৃশংসতা চালানোর কথা অস্বীকার করে আইসিসিরি পরোয়ানাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। খবরে বলা হয়েছে, জেলেনস্কি হেগে 'ইউক্রেনে ন্যায় বিচার ছাড়া কোনও শান্তি ফিরে আসবে না' শীর্ষক বক্তব্য প্রদান করবেন। তিনি দেশটি পার্লামেন্ট সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলবেন বলে জানা গেছে।

# চাঁচলে বিক্ষোভের মুখে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

চাঁচল, ৪ মে (হি. স.) : মালদা জেলার ইংরেজবাজার ব্লকের বিনোদপুর অঞ্চলের সাট্টারি গ্রামে 'তৃণমূলে নবজোয়ার' কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার পথে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ। বিনোদপুর অঞ্চলের প্রধান, উপপ্রধানের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ এবং ব্লক তৃণমূল সভাপতি তথা জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ প্রতিভা সিংকে সরানোর দাবিতে বৃহস্পতিবার সরব হন গ্রামবাসীদের একাংশ।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষা প্রতিভা সিং এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য-সদস্যরা সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত। তারা যাতে কোনভাবেই আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে টিকিট না পায়। অভিষেক গাড়ি থেকে নেমে বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ শুনেছেন। লিখিত অভিযোগও জমা নেন তাদের কাছ থেকে।

উল্লেখ্য, গতকালও চাঁচলে অভিষেকের নবজোয়ার কর্মসূচিতে দফায় দফায় বিশৃঙ্খলা, ভোটদানে কারচুপির অভিযোগ অভিযোগ ওঠে। এমনকি ধস্তাধস্তি-হাতাহাতিও হয়। অভিষেক মঞ্চে উঠতেই বিক্ষোভ দেখায় একদল তৃণমূল কর্মী। এদিন ফের দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে।

ইসকন আগরতলার উদ্যোগে বিশেষ যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে বৃহস্পতিবার। ছবি নিজস্ব।

## গ্রেপ্তার পাঁচ

● প্রথম পাতার পর

তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ব্রাউন সুগার, ইয়াবা ট্যাবলেট, কৌঠা। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিস।গোপন খবরের ভিত্তিতে পুলিস নেশা বিক্রেতাই , ড্রাগস সেবন কারীরাও আটক করছে। বৃহস্পতিবার পূর্ব আগরতলা থানার ও সির নেতৃত্বে পুলিস গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালান রাজধানীর ধলেশ্বর ৩ নম্বর রোড এলাকায় বিকাশ চক্রবর্তীর বাড়িতে। জানা গেছে বাড়ির মালিক কলকাতায় থাকেন। বাড়িটি ভাড়া দিয়ে রেখেছেন।এই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে দুই প্যাকেট ব্রাউন সুগার, কৌটা, নগদ অর্থ , মোবাইল সহ বিভিন্ন জিনিস উদ্ধার করে। গ্রেপ্তার করা হয় নরেশ দেববর্মা, রোহিত দেববর্মা, রাহুল দেববর্মা ও বিকু দেববর্মাকে।পুলিস ঘটনাস্থল থেকে একটি গাড়ি, স্কুটি ও মোটর বাইকও বাজেয়াপ্ত করেছে। একথা জানান সদরের ভারপ্রাপ্ত মহকুমা পুলিস আধিকারিক আশিস দাশগুপ্ত। পুলিস এন ডি পি এস অ্যাক্টে মামলা নিয়ে তদন্ত করছে। মালিকের অনুপস্থিতিতে এই বাড়ি থেকেই ড্রাগস বিক্রি করা হতো।

## রাজধানী

● প্রথম পাতার পর

একটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে বসবাস করে আসছে। প্রতিদিন ২০০ টাকার বিনিমিয়ে রুম ভাড়া নেয় ক্ষীতিশ। আর সেখানে থেকেই শহরের বুকে একের পর এক চুরি কান্ড সংগঠিত করছে এই চোর। এদিকে জিবি ফাঁড়ির ওসি মৃনাল পালের নেতৃত্বে বুধবার জিবি বাজারের সেই হোটেলে হানা দিয়ে একটি কক্ষ থেকে তাকে আটক করে। হোটেল মালিকের অতি মুনাফা লাভের কারনে এই ধরনের ব্যক্তি নির্বিঘ্নে গা ঢাকা দিয়ে নিজেদের বদ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে চলেছে। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে হোটেল মালিক বৈধ কোন কাগজ দেখাতে পারেনি। এমনকি তাকে বলা হয়েছিল ক্ষতিশের আত্মীয় জিবিতে ভর্তি। তাই রুম ভাড়া নিয়েছে সে। তারও কোন কাগজ দেখাতে পারেনি হোটেল মালিক প্রদীপ গোপ। পুলিশ কুখ্যাত চোর ক্ষিতিশ সরকারকে আটক করে নিয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# বিপুল পরিমাণ মাদকসহ এসটিএফের হাতে ধৃত দুই পাচারকারী

কলকাতা, ৪ মে (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিশেষ টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) বিপুল পরিমাণ মাদকসহ ধৃত দুই পাচারকারী। বৃহস্পতিবার এসটিএফের এসপি আইপিএস ইন্দ্রজিৎ বসু এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, বুধবার গভীর রাতে সুনির্দিষ্ট তথ্য পেয়ে হুগলি জেলার ডানকুনি থানার অন্তর্গত গোল্ডেন হোটেলের সামনে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ঘিরে রাখে এসটিএফ। দুই চোরাকারবারীর আসার খবর আগে থেকেই ছিল। সেইমতো তল্লাশি চালিয়ে দুজনকে ঘিরে ফেলে হেফাজতে নেওয়া হয়। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে এক কেজি হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে, যার বাজার মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা। এছাড়া ২০ লাখ টাকা নগদ ও দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। দুজনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতরা ননি গোপাল বিশ্বাস (৩০) বীরভূম জেলার খয়রাসোলের বাসিন্দা এবং উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরের বাসিন্দা প্রসানজিত সরকার (২৮)। উভয়ের বিরুদ্ধে ডানকুনি থানায় এনডিপিএস আইনের ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মাদক কোথা থেকে আসলো, কোথা থেকে নিচ্ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## পরিবারের

● প্রথম পাতার পর

পুলিশের কাছে ঘটনা তুলে ধরে বিহিত চান। তার অভিযোগ বুধবার রাতে একাংশ শাসক দলীয় অত্যুৎসাহী কর্মী ও নেতা মিলে হামলা চালায় তাদের বাড়িঘরে। ধারাবাহিক ভাবে এই ধরনের আক্রমণের ঘটনা ঘটছে এলাকাজুড়ে। এই ক্ষেত্রে বেশ কিছু ব্যক্তির নাম জানান তিনি। আতঙ্কিত পরিবারটি। এদিন এন সি সি থানায় মামলা দায়ের করেন। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা না হলে আগামী দিনে থানায় ধর্নায় বসবেন বলে জানান তিনি।

# বিধায়ক তথা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাজে ক্ষুব্ধ মমতা

মালদা, ৪ মে (হি. স.) : সুজাপুরের বিধায়ক তথা প্রাক্তন বিচারপতি আব্দুল গনির কাজে খুশি নন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার মালদা এবং মুর্শিদাবাদ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন বিধায়ক। সুজাপুরের বিধায়ক হওয়ার পাশাপাশি, তিনি ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যানও। প্রশাসনিক বৈঠকে বার বার ঘুরেফিরে এল বিধায়ক গনির প্রসঙ্গ।

এ দিন কখনও বা তাঁর দায়িত্বে থাকা ওয়াকফ বোর্ডের কাজকর্ম নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। কখনও আবার বিধায়ক হিসেবে সুজাপুরে তাঁর অনুপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, “ওয়াকফ বোর্ডের কাজ একেবারে ভাল হচ্ছে না। অনেক কাজকর্ম আটকে রয়েছে।” তার পরেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আজ থেকে আমিএই কাজের দায়িত্ব ওয়াকফ বোর্ডের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের দিলাম। তাঁরা এই বিষয়ে যাবতীয় কাজকর্ম করবেন।”এই সঙ্গে আধিকারিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, “বেশ কিছু দখলের বিষয় রয়েছে। আমি কিন্তু যে কোনও ধরনের দখলের বিরুদ্ধে। তাই ওয়াকফ বোর্ডের কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি যেন মাথায় রাখা হয়।”ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান ছাড়াও, বিধায়ক হিসাবে যে প্রাক্তন বিচারপতির কাজে তিনি খুশি নন, তা-ও গোপন করেননি মমতা। প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একই মঞ্চে ছিলেন সেচ প্রতিমন্ত্রী তথা মোথাবাড়ির বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁকেই তিনি গনি সাহেবের বিধানসভা কেন্দ্র সুজাপুরের দেখভালের দায়িত্ব দিয়েছেন।২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থেকে সরিয়ে সুজাপুরে এনে প্রার্থী করা হয়ে আব্দুল গনিকে।

# কং-বিজেপি ‘সমঝোতা’ নিয়ে মালদায় সরব অভিষেক

মালদা, ৪ মে (হি. স.) : মালদার জনসভা থেকে বিজেপি-কংগ্রেসের ‘সমঝোতা’ নিয়ে সরব হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাগরদিঘি ভোটের আগে বিজেপি-কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত প্রকাশ্যে এনেছিলেন তিনি। এবার মালদহের মানিকচকের এনায়েতপুরের সভা থেকেও একই বিষয়ে সরব হলেন তৃণমূল সাংসদ। নিশানা করলেন কংগ্রেস সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীকে।

গতবার মালদার দু'টি লোকসভা আসনের একটিও জিততে পারেনি তৃণমূল। একটি পেয়েছিল কংগ্রেস, অপরটি গিয়েছিল বিজেপির ঝুলিতে। মালদা উত্তর কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন বিজেপির খগেন মুর্মু ও দক্ষিণ মালদা থেকে জিতে সাংসদ হন কংগ্রেসের আবু হাসেম খান চৌধুরী। এনিয়ে অভিষেকের অভিযোগ, মালদার দুই প্রান্তে কংগ্রেস-বিজেপির সাংসদরা জিতলেও কোনও কাজ করেননি। এমনকী, বাংলার বঞ্চনা নিয়ে কখনও দিল্লিতে সরব হননি তাঁরা।

মানিকচকের সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “আগে লোকসভায় ৩৪টা আসন ছিল তৃণমূলের। তখন গায়ের জোরে টাকা আটকাতে পারেনি। এখন আমাদের ২২টা আসন আমাদের। কংগ্রেসের দু'জনও তলায়-তলায় আঁতাত করছে।” তাঁর চ্যালেঞ্জ, “এরা যদি কখনও মালদার জন্য কেন্দ্রের কাছে কোনও দাবিদাওয়া জানায়, তাহলে আমি আর মালদায় আসব না।”

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে নিশানা করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, “অধীর চৌধুরী দিদির পুলিশ চায় না। অমিত শাহের বাহিনী চায়।” সব মিলিয়ে এদিনের সভা থেকে আরও একবার বিজেপি-কংগ্রেসের সেটিং নিয়ে সরব হলেন অভিষেক।

## বুদ্ধ পূর্ণিমা

● প্রথম পাতার পর

দেশের ভগবান বুদ্ধ পরম প্রেমময়ের প্রেমী, সেবক এবং ভক্তরা। ভগবান বুদ্ধদেবের বাণী যেমন অহিংসাই পরম ধর্ম, জীব হিংসা পরিত্যাগ করো। পশু হত্যা নিষেধ এবং মাংস ভক্ষন নিষেধ। এমন বেশ কিছু বাণী নিয়ে ৰ্যালী সংগঠিত করলো ভক্তরা।

এই দিনটিকে সামনে রেখে সারা দেশের সাথে রাজ্যের ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত বুদ্ধিষ্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে আজ গন্ডাছড়া মহকুমায় রেলী এবং মহকুমা হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে জল ফল মিষ্টি বিতরণ করা হয়। আজ সকালে গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত কবিগুরু স্মৃতি বিদ্যা ভবনের ময়দানে মিলিত হন বিভিন্ন বুদ্ধবিহারের ভক্তরা। সেখান থেকে বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে ৰ্যালিতে অংশ নেয়। ৰ্যালিটি মহকুমার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা শেষে মহকুমা হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে রোগীদের মধ্যে ফল জল মিষ্টি বিতরণ করেন।

সাব্রুমের মেলার মাঠে শুরু হল ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী। আজ সন্ধ্যায় মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্য বিধানসভার উপাধক্ষ্য রাম প্রসাদ পাল। বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রমা পোদ্দার দে, মহকুমা শাসক বিধান চন্দ্র রায় উপসিত ছিলেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। ১১ মে পর্যন্ত চলবে এই মেলা।

## রাজ্য সরকারের

● প্রথম পাতার পর

করেছে। কেবল তা-ই নয়, বিক্ষোভকারীরা বেশ কয়েকটি বাড়ি এবং গাড়িতে অগ্নিসংযোগও করেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অ্যাকশনে নামে নিরাপত্তা বাহিনী। তখন তাঁদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হয় বিক্ষোভকারীরা। তাতে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে মণিপুরের পরিস্থিতি ক্রমশ অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠায় আজ রাজ্যপাল আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে দেখা মাত্রই গুলির আদেশ জারি করেছেন। সিআরপিসি ১৯৭৩-এর অধীনে রাজ্যপালের পক্ষে এই আদেশে মণিপুরের স্বরাষ্ট্র দফতরের কমিশনার টি রঞ্জিত সিং লিখেছেন, গত ৩ মে আহূত সংহতি মিছিলে অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে। তাতে রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটেছে। তাই, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য রাজ্যপাল সমস্ত জেলাশাসক, মহকুমাশাসক এবং এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট/স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটদের দেখা মাত্র গুলি করার নির্দেশ দিয়েছেন। অনুরোধ, সতর্কবার্তা এবং পরিমিত শক্তি প্রদর্শন সত্ত্বেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না হলে প্রশাসনিক আধিকারিকদের এই আদেশ কার্যকরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

## উত্তরসূরি

● প্রথম পাতার পর

দখলে উদ্যোগী হয়েছেন অজিত পওয়ারও।

গত কয়েকদিন ধরেই এনসিপি'র অন্দরে টালমাটাল চলছে। দলীয় বিধায়কদের একাংশকে ভেঙ্গে বিজেপির সঙ্গে হাত মেলানোর মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা শরদ পওয়ারের ভাইপো অজিত পওয়ার। আর ভাইপো'র ওই পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেই মোক্ষম চাল দিয়েছেন দুঁদে রাজনীতিবিদ শরদ। গত মঙ্গলবার সভাপতির পদ ছাড়ার ঘোষণা করেছেন। আর ওই ঘোষণার পরেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এনসিপির অধিকাংশ নেতা পওয়ারকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়েছেন।

## মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ছাত্রছাত্রীদের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়। মণিপুর সরকার থেকে রাজ্য প্রশাসনকে ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষিত রাখার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা প্রফেসর (ডা.) এইচ পি শর্মা রিমসের অধ্যক্ষের সাথে টেলিফোনে কথা বলেন। রিমসের অধ্যক্ষ রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তাকে জানিয়েছেন সেখানে পাঠরত রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা সুরক্ষিত ও নিরাপদে রয়েছে।

# সিপিএমের বর্ষিয়ান নেতা মানিক দাশগুপ্ত প্রয়াত



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। বার্ধক্যজনিত দীর্ঘ রোগভোগের পর বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় সাড়ে ৯ টায় আগরতলাস্থিত নিজের মেয়ের বাড়িতে প্রায়ত হয়েছেন সি.পি.এই.এম -এর বর্ষীয়ান নেতা সোনামুড়া মহকুমা কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক তথা রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সদস্য মানিক দাসগুপ্ত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। ১৯৬৯ সালে তিনি দলের সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৯৪ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিনি সামলেছেন সিপিআইএম সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদকের দায়িত্ব। ৯৪ সাল থেকেই ২০১৮ সাল পর্যন্ত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্যও। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী ,এক পুত্র ও এক কন্যা সমেত অসংখ্য আত্মীয় পরিজনকে। মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় আগরতলার মেলারমাঠের রাজ্য দপ্তরে। সেখান থেকে সোনামুড়া মহকুমা দপ্তরে আনা হয়। কয়েক ঘন্টা সেখানেই শায়িত থাকে দেহ। দলীয় নেতা কর্মী সমেত গুণমুগ্ধরা ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এরপর দলীয় পতাকা অর্ধনমিত রেখে সোনামুড়া শহরে বের হয় শোক মিছিল। মিছিলে পা মিলিয়েছেন বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী ,বিধায়ক সামসুল হক , প্রাক্তন বিধায়ক ভানুলাল সাহা ,দলীয় নেতা পার্থ প্রতিম মজুমদার প্রমুখ।

# ১৪ মে শিলচর ‘বরাক সংহতি উৎসব’ পালনের সিদ্ধান্ত পূর্বাচল জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির

শিলচর (অসম), ৪ মে (হি.স.) : বরাকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং স্বকীয়তা রক্ষার লক্ষ্যে ২০২২ সালে যাত্রা শুরু করেছিল ‘পূর্বাচল জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি’। ইতিমধ্যে এই উপত্যকা তথা বহির্বরাকের বিভিন্ন বিশিষ্ট, বিদগ্ধ ব্যক্তিদের যোগদান, পরামর্শ ও সহযোগিতায় সমৃদ্ধ হয়েছে এই সংগঠন। এবার বরাকের সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে আগামী ১৪ মে শিলচরের গান্ধী ভবন প্রেক্ষাগৃহে সারাদিন ব্যাপী ”বরাক সংহতি উৎসব” পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই সংগঠনের কর্মকর্তারা।

আজ বৃহস্পতিবার স্থানীয় পেনশনার্স ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ ব্যাপারে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে ”পূর্বাচল জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি”-র সভাপতি জয়দীপ ভট্টাচার্য বলেন, বিভিন্ন সময়ে সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে বরাক উপত্যকায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এসেছে এবং আবহমান কাল ধরে বসবাস করে আসছেন। এই সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে কখনও তেমন বিভেদ, বিভাজনের প্রসঙ্গ আসেনি বরং পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও নির্ভরতার মধ্য দিয়ে সম্প্রীতি আরও নিবিড় হয়েছে। কিন্তু ইদানীং রাজনীতির কারবারিরা নিজেদের ন্যস্তস্বার্থে সুকৌশলে এই উপত্যকার ভাষিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজনের বীজ বপন করার চেষ্টা করছেন। তা প্রতিরোধ করতে হলে সবাইকে আবার এক মঞ্চে আসতে হবে, হাতে হাত ধরতে হবে। বরাকের এই ঐক্যের ঐতিহ্যকে আগলে রাখার জন্যই এই ”বরাক সংহতি উৎসব” পালনের সিদ্ধান্ত।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাধন পুরকায়স্থ বলেন, জনবিন্যাসের সামূহিক বৈচিত্র্যের নিরিখে বরাক উপত্যকাকে ”মিনি ভারত” বলা যেতে পারে। কুকি, নাগা, কোচ, মণিপুরি, ডিমাসা, বিষ্ণুপ্রিয়া, খাসি সহ প্রায় ১৮টি জনগোষ্ঠীর বাসভূমি এই উপত্যকা। এ সব প্রতিটি জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধ কৃষ্টি, সংস্কৃতির সমন্বয়ে এই উপত্যকার স্বকীয় বহুমুখী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। সাধনবাবু বলেন, আগামী ১৪ মে-র অনুষ্ঠানে এ সমস্ত জনগোষ্ঠী তাঁদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন। তাই এদিনের উৎসবকে একটি সাংস্কৃতিক সমারোহ বলা যেতে পারে। তিনি বলেন পারস্পরিক ঐক্য ও সম্প্রীতির যে দীর্ঘ ঐতিহ্য এই উপত্যকায় রয়েছে, এদিনের উৎসবে তাই আরও সুদৃঢ় হবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

পূর্বাচল জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির সহ-সভাপতি কৃশাণু ভট্টাচার্য উৎসবের রূপরেখা জানাতে গিয়ে বলেন, বিশিষ্ট জনের উপস্থিতিতে উদ্বোধনের পর এদিন অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। বিকালে থাকবে মতবিনিময় সভা। বিষয় - ”আধিপত্যবাদের প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ বহুভাষিক বরাক উপত্যকার ভূমিকা - অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ”। এতে অংশ নেবেন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা। সন্ধ্যায় দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন উপত্যাকার বিশিষ্ট নবীন ও প্রবীণ শিল্পীরা। কৃশাণু আরও বলেন, ১৯ মে-র প্রাক্কালে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে উনিশের মাতৃভাষা আন্দোলনের বহুভাষিক ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে। তিনি এতে সবার সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া ও মণিপুরী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে দিলীপ সিনহা ও খাইদেম কান্ত সিং বহুভাষিক বরাকের ঐক্য ও সংহতির ইতিহাস তুলে ধরে এদিনের অনুষ্ঠানে সবাইকে অংশগ্রহণ ও উপস্থিত থাকতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন। এছাড়া সংগঠনের আরেক প্রবীণ সদস্য তথা সমাজকর্মী আইনুল হক মজুমদার বলেন, এই উৎসবের সাথে রাজনীতির কোনও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। তাই তিনি দলমত নির্বিশেষে সবাইকে এই উৎসব উপভোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

অন্যান্যদের মধ্যে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন হৃষীকেশ দে, গোরা চক্রবর্তী, দেবায়ন দেব, নবারুণ দে চৌধুরী প্রমুখ।

# ময়না থানার ওসি-কে ধমক এসসি কমিশনের চেয়ারম্যানের

পূর্ব মেদিনীপুর, ৪ মে (হি. স.) : ময়নায় বিজেপি মৃত বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর তদন্তে পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার জাতীয় এসসি কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান অরুণ হালদার ধমক দিলেন ময়না থানার ওসি-কে।

প্রথম থেকেই ময়না থানার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ জানিয়ে এসেছিলেন মৃতের পরিবার থেকে বিজেপি নেতা কর্মীরা। এবার সেই একই অভিযোগ করলেন জাতীয় এসসি কমিশনের চেয়ারম্যান। বিজেপি কর্মী বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইঞার মৃত্যুতে বৃহস্পতিবার সকালেই এলাকায় পৌঁছন তিনি। মৃত বিজয়কৃষ্ণের দেহ যে জায়গায় উদ্ধার হয়েছিল সেই জায়গা ঘুরে দেখেন। সঙ্গে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে গোটা ঘটনার বিবরণও শোনেন। এ দিন অরুণ হালদার আসতেই ময়না থানার পুলিশের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন এলাকাবাসী।

ময়না থানার পুলিশের উপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে সাংবাদিকদের সামনে তিনি বলেন, “ছোট ঘটনা হলেও ভারতের কমিশন গেলে উচ্চ-পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত থাকেন ঘটনাস্থলে। জাতীয় এসসি কমিশন দিল্লি থেকে এখানে পৌঁছে গেল আর এসপি এলেন না?

অরুণবাবু বলেন, “অনেক রাজ্যে আমি ডিজিকে নিয়ে গিয়েছি। সেখানে এসপি না এসে থানার আইসিকে পাঠালেন। আমায় অপমান করা হল। আমি দেখব গোটা বিষয়টা।” অরুণ হালদার দাবি করেন, অনেক তথ্য লুকাচ্ছে পুলিশ। আমি কেন স্পটে এলাম? অনেক তথ্য-প্রমাণ থাকে স্পটে অথচ এসপি-ডিএম অনুপস্থিত।” ময়না থানার ওসি-র সঙ্গে কথা বলেন অরুণ হালদার। ধমক দিয়ে প্রশ্ন করেন, “একটা মৃতদেহকে তোলার পর খোলা আলোয় এনে তদন্ত করতে হবে। আপনি তা না এনে তদন্ত করবেন কীভাবে? মৃতদেহকে তো দেখতে হবে।” পুলিশ আধিকারিকের উদ্দেশ্যে ফের প্রশ্ন, “আপনার এসপি-কে স্পটে থাকতে বলেছিলাম। উনি কেন এলেন না? আমি দিল্লি থেকে চলে এলাম আর উনি এলেন না? এই রকম একটা খুনে এসপি বা ডিএম কেন এলেন না? স্পটে থাকা উচিৎ ছিল। এখনও রক্তের দাগ রয়েছে। এটাকে ঘিরে দিন”।

এই কথাবার্তার মধ্যেই গ্রামবাসীরা বলেন, “পুরো বিষয়টাই পুলিশ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে স্যর।” এরপর অরুণ হালদার আর এক পুলিশ আধিকারিককে ডাকেন। জানতে চান, “আপনি পালিয়ে যাচ্ছেন কোথায়? এ দিকে আসুন। আপনি মৃতদেহ উদ্ধারের পর পরিবারকে খবর দিয়েছিলেন?” পুলিশ আধিকারিক বলেন, “আগে হাসপাতালে পাঠানোর চেষ্টা করেছি।”

## চাকরির

● প্রথম পাতার পর

সর্বশেষ ২০১৭ সালে রেডিওগ্রাফার নিয়োগ করা হয়েছিল। তারপর থেকে স্বাস্থ্য দপ্তর নতুন কাউকেই ওই পদে নিয়োগ করেনি। কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে রেডিওগ্রাফার কর্মীর অভাবে পরিষেবায় ব্যাহত হচ্ছে। তাই নিয়োগের দাবিতে পুনরায় স্বাস্থ্য দফতরে অধির্কতার নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে বেকার যুবক যুবতীরা।

# ক্রিকেটে আরও উৎসাহিত হওয়ার লক্ষ্যে টিসিএ থেকে সাংবাদিকদের গিয়ার্স প্রদান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। সাংবাদিক খেলোয়াড়রা দীর্ঘদিন ধরেই বিনোদনমূলক খেলায় অংশ নিয়ে আসছে। ক্রিকেট ও ফুটবল তার মধ্যে অন্যতম। বিশেষ করে সাংবাদিক ক্রিকেটাররা ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব, আগরতলা প্রেসক্লাব এবং জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সাংগঠনিক নামে বিভিন্ন সময়ে প্রীতিমূলক এবং প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলে আসছে। ক্রিকেটের প্রতি সাংবাদিক খেলোয়াড়দের আরো উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান কার্যকরী কমিটি এক দারুন উদ্যোগ আজ বাস্তবায়িত করেছে। উদীয়মান ক্রিকেটারদের পাশাপাশি মহকুমা ও জেলা স্তরে সব ধরনের ক্রিকেট সংগঠনের হাতে পরিমিত ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্রিকেট সামগ্রী তুলে দেওয়ার মতো আজ, বৃহস্পতিবার টিসিএ-র পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের নিয়ে গঠিত তিনটি ক্লাবকেও সম্পূর্ণ ক্রিকেট গিয়ার্স প্রদান করা হয়। আজ দুপুরে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সদর কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে টিসিএ-র পক্ষ থেকে সহ-সভাপতি তিমির চন্দ, সম্পাদক তাপস ঘোষ, সহ-সম্পাদক জয়ন্ত দে, এপেক্স কাউন্সিল মেম্বার তথা উইমেন্স ক্রিকেট অ্যাডভাইজারি কমিটির কনভেনার অলক ঘোষ প্রমূখ ক্লাব প্রতিনিধিদের হাতে কিটসব্যাগ তুলে দেন। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের পক্ষে সুপ্রভাত দেবনাথ ও অরিন্দম চক্রবর্তী, আগরতলা প্রেসক্লাবের পক্ষে অভিষেক দেববর্মা ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য, জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব-এর পক্ষে সুব্রত দেবনাথ প্রমূখ ক্রিকেট কিটসব্যাগগুলো গ্রহণ করেন। দারুন উৎসাহ এবং উদ্দীপনার জোয়ার। ক্রিকেটে পরিকাঠামোগত প্রভূত উন্নতি হচ্ছে। প্রতিযোগিতা বেড়েছে। খেলার সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। সুযোগও প্রচুর ক্রিকেটারদের। বেশ কিছু মাঠকে ক্রিকেট খেলার উপযোগী করে তোলা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিদেশ এবং বহি:রাজ্যের স্বনামধন্য কোচদের তত্ত্বাবধানে রাজ্যের ক্রিকেট দলগুলোর আরও উন্নতিকল্পে গঠনমূলক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। আজ গিয়ার্স প্রদান অনুষ্ঠানে টিসিএ-র কর্তাব্যক্তিরা একই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। আগামী জানুয়ারির মধ্যে নরসিংগড়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম খেলার জন্য তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে ফ্লাড লাইটের কাজ ৯৫ শতাংশ প্রস্তুত। ফ্লাড লাইট আনুষ্ঠানিক প্রজ্জ্বলনের পর সাংবাদিক ক্রিকেটারদের সঙ্গে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। টিসিএ-র এই ধরনের উদ্যোগের ভূয়যী প্রশংসা করে সাংবাদিক ক্রিকেটারদের পক্ষে সুপ্রভাত দেবনাথ এবং অভিষেক দেববর্মা সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং টিসিএ-র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

## সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে ওপিসি-কে হারিয়ে জয়ে ফিরলো বিসিসি

ওপিসি:- ১৩১/১০(৪৫.৪)
বিসিসি:- ১৩৪/৩(২৮.১)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। দ্বিতীয় ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ওল্ড প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে। ৭ উইকেটের বিনিময়ে। উদ্বোধনী দিনের ম্যাচে ইউনাইটেড বিএসটি-র কাছে ৬৭ রানে হারটা বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবকে যেন অনেকটা তাতিয়ে দিয়েছে। আজ, বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে বিসিসি। খেলা চলছে টিসিএ আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। দ্বিতীয় দিনের খেলায় আজ মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে বিসিসি সাত উইকেটের ব্যবধানে ওপিসি-কে পরাজিত করেছে। সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ওপিসি প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ৫০ ওভারের খেলায় ৪৫.৪ ওভারে ওপিসি সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৩১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সুজিত চন্দ্র দেব সর্বাধিক ৩৭ রান পায়। তাছাড়া, ওপেনার নবারুণ চক্রবর্তীল ৩৩ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। বিসিসি-র অভিজিৎ দেববর্মা ১৮ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে ওপিসি-কে অল্প রানে আটকে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও জিতে নেয়। এছাড়া, কমল দাস ২২ রানে তিনটি ও অনুজ পাল ২৫ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। রাজদীপ দত্তও পেয়েছে একটি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব ২৮.১ ওভার খেলেই লো স্কোরিং টার্গেটে পৌঁছে যায়। তিন উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে সাগর শর্মার অপরাজিত ৬৯ রান দলকে সহজেই জয় এনে দেয়। এছাড়া রিয়াজ উদ্দিনের অপরাজিত ২৩ রানও উল্লেখ করার মতো। ওপিসির দুর্লভ রায় ২৮ রানে ২টি এবং মতি ত্রিপুরা একটি উইকেট পেয়েছে।

## তুষারের ভেলকিতে মৌচাককে সহজেই হারালো ব্লাডমাউথ

মৌচাক:- ৫৯/১০(২২.৪) ব্লাডমাউথ:- ৬২/৩(১৪.২)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। তুষার সাহার ভেলকিতে কুপোকাৎ মৌচাক ক্লাব। বাঁহাতি স্পিনার তুষারের ছোবলে মরশুমে আসরে সর্বনিম্ন রান করলো মৌচাক। নিজেদের প্রথম ম্যাচেই দুর্বল ব্যাটিং পারফরম্যান্স করে কোচের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিলেন শশীকান্ত বিন-রা। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ব্লাডমাউথ ক্লাব জয়লাভ করে ৭ উইকেটে। তুষার সাহা-র বিষাক্ত স্পিনের ভেলকিতে মাত্র ৫৯ রান মৌচাক গুটিয়ে যাওয়ার পর ব্লাডমাউথ ৩ উইকেট হারিয়ে অনায়াসেই জয় লাভ করে। পাশাপাশি ব্লাডের ক্রিকেটাররা বুঝিয়ে দেন মরশুমে সেরা হওয়ার লক্ষ্যেই মাঠে নেমেছেনকৌশল আচার্য-রা।

বিজয়ী দলের তুষার সাহা ৫ উইকেট নিয়েছেন। সঙ্গত: কারনেই ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হয় তুষারকে। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে শুরু থেকেই নড়বড়ে ছিলো মৌচাকের ইনিংস।ওপেনার অংশুল পান্ডে যদি সাময়িক প্রতিরোধ গনে না তুলতেন তাহলে হয়তোবা মৌচাকের স্কোর ৩০ রানের গন্ডি পার হতো না। অংশুল ৪৯ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। ব্লাডমাউথের পক্ষে দলনায়ক তুষার সাহা (৫/১৩), মণির হুসেন (২/৭) এবং স্বরব সাহানি (২/১৫) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ১৪.২ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জযের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় বঞ্ঞলাডমাউথ। দলের পক্ষে কৌশল আচার্য ৩৪ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ রানে এবং স্বরব সাহানি ১৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রানে অপরাজিত থেকে যান।

## রাজার হাত ধরে হার্ভেকে হারিয়ে জয় অব্যাহত ইউনাইটেড বিএসটি-র

ইউ.বিএসটি- ১০৫/১০(৩৯.৩) হার্ভে:- ৯০/১০(২৬.৪)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। জয়ের ধারা অব্যহত রাখলো ইউ বি এস টি। লো-স্কোরিং ম্যাচে হার্ভে-কে ১৫ রানে পরাজিত করলো ইউ বি এস টি। টানা ২ ম্যাচে জয়লাভ করে মনোজিৎ দাসের দল আপাতত গ্রুপের শীর্ষে থাকলো। অপরদিকে দুই ম্যাচ খেলে দুটিতেই পরাজিত হলো হার্ভে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। এম বি বি স্টেডিযামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ইউ বি এস টি-র গড়া ১০৫ রানের জবাবে হার্ভে মাত্র ৯০ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের রাজা নিগম ৫ উইকেট নিয়ে দলকে জয় এনে দিতে মূখ্য ভূমিকা নেন। সঙ্গত কারনেই ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হয় রাজা-কে। বৃহস্পতিবার সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় মাত্র ১০৫ রানে গুটিয়ে যায় ইউ বি এস টি। দলের হয়ে ৮ এবং ৯ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে রাজা নিগম এবং অর্কজিৎ রায় যদি সাময়িক প্রতিরোধ গড়ে না তুলতেন তাহলে ইউ বি এস টি-র স্কোর সম্ভবত ৯০ রানের গন্ডি পার হতো না। দলের পক্ষে রাজা ৩৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭, অর্কজিৎ ৩৯ বল খেলে ১৫, প্রণব দাস ২৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির ১১ এবং দেবানিক ব্যানার্জি ৫৭ বল খেলে ১০ রান করেন। দলকে শতরানের কৌটা পুরণ করতে অনেকটা বড় ভূমিকা নেন বিপক্ষ দলের বোলাররাও। ইউ বি এস টি অতিরিক্ত খাতে পায় সর্বোচ্চ ৩১ রান। হার্ভের পক্ষেতথাগত চক্রবর্তী (৩/১৭),প্রভাত যাদব (৩/২০) এবং অর্কজিৎ দাস (৩/২৪) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে হার্ভে ক্লাব মাত্র ৯০ রান করতেই গুটিয়ে যায়। হার্ভেকে অল্প রানে গুটিয়ে দিতে মূখ্য ভূমিকা নেন স্পিনার রাজা নিগম। দলের পক্ষে প্রতীক দেববর্মা ১৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪, প্রভাত যাদব ৩৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২,শুভম সাইনি ৩৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। ইউ বি এস টি-র পক্ষে রাজা নিগম (৫/১৯), সৌরভ সিং (২/১১) এবং অমন সিং (২/৩৪) সফল বোলার।

## আরমান, দেবোত্তমের সৌজন্যে হার্ভে-কে হারিয়ে জয়ী চলমান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। আরমান হুসেনের দুরন্ত ব্যাটিং। সঙ্গে দেবোত্তম ঘোষের বিধ্বংসী বোলিং। আর তাতেই জয় পেলো চলমান সঞ্ঘ। পরাজিত করলো হার্ভেকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে অনুষ্ঠিত ম্যাচে চলমান সঞ্ঘ ৬ উইকেটে পরাজিত করে হার্ভে-কে। সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে হার্ভের গড়া ১৯১ রানের জবাবে চলমান সঞ্ঘ ৪ উইকেট হারিয়ে জযের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের আরমান হুসেন ৯৭ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দেবোত্তম ঘোষ ৪ উইকেট পেয়েছেন। দেবোত্তম ঘোষের (৪/১১) দুরন্ত বোলিংয়ে হার্ভে ক্লাব প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ৪৪.৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৯১ রান করে। দলের পক্ষে ওপেনার প্রতীক দেববর্মা ৫৪ বল খেলে ১০ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৮, পাউরোশ মিশ্র ৫৬ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪, মনিষ মিশ্র ১৭ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। চলমান সঞ্ঘের পক্ষে দেবোত্তম ছাড়া লক্ষ্মণ পাল (৩/৩৮) এবং কৃষ্ণধন নম: (৩/৪৯) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ৩৭.১ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় চলমান সঞ্ঘ। আরমান হুসেনের দুরন্ত ব্যাটিং দলের জয়কে সহজ করে দেন। আরমান ১০৬ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৯৭ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া সুকান্ত বিশ্বাস ৪২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭, তন্ময় ঘোষ ২৩ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ এবং তন্ময় দাস ৪০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২১ রান। হার্ভের পক্ষে প্রভাত যাদব (২/৩৩) সফল বোলার। অনবদ্য বোলিংয়ের সৌজন্যে দেবোত্তম পেয়েছে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব।

## অমরপুরে সিনিয়র ক্লাব লীগ ক্রিকেটৈ ডালাক ভিসি-র ১ম জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে ডালাক ভি সি। ২৩ রানে পরাজিত করলো প্লেয়ার্স একাদশকে। আরিফ চৌধুরির অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আযোজিত সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেটে। রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ডালাক ভি সি-র গড়া ১৯৮ রানের জবাবে প্লেয়ার্স একাদশ ১৭৫ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের আরিফ চৌধুরি প্রথমে ব্যাট হাতে ৪৫ রান করার পর বল হাতে ২ উইকেট নিয়ে দলকে জয় এনে দিতে মূখ্য ভূমিকা নেন। বৃহস্পতিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ডালাক ভি সি ৩৮.৪ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৯৮ রান করে। দলের পক্ষে আরিফ চৌধুরি ৪৩ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫, মঙ্গল কিশোর জমাতিয়া ৪৬ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩, বৃতি সুন্দর ভৌমিক ২৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং রাজেন্দ্র কিশোর জমাতিয়া ৪৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বোচ্চ পায় ৪৮ রান। প্লেয়ার্স একাদশের পক্ষেদেবাশিষ দেবনাথ (৫/৩২) এবং রাজীব সাহা (৩/৬২) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে প্লেয়ার্স একাদশ ১৭৫ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে রাজীব সাহা ৭০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৭ এবং প্রজিৎ চাকমা ৪৯ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৭ রান করেন। ডালাক ভি সি-র পক্ষে রাম সাধন জমাতিয়া (৩/২১), রাজেন্দ্র কিশোর জমাতিয়া (২/২৭), সফর আলি (২/৩৩) এবং আরিপ চৌধুরি (২/৫৩) সফল বোলার।

**PNIT NO: ePTO5/EE/RD/KCP/DIV/2023-24 Dt. 03.05.2023**

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 17.05.2023 for 02 (TWO) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2023-24. For details visit_https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7085862819 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

ICA/C-357/23

The Executive Engineer, Samagra Shiksha, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate two bi system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD upto 3.00 PM on 16/05/2023 for the following work:

| SL NO | NAME OF THE WORK | ESTIMATED COST | EARNEST MONEY & BID FEE | TIME FOR COMPLETION | LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING | TIME AND DATE OF OPENING OF BID | DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION | CLASS OF BIDDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3rd Call/Construction of Toilet Block in 2 unit schools of Chawmanu Block of Dhalai District under IOCL CSR Activity. DRAFT NIT NO: 83/EE/ENGG. CELL/Samagra/2022-23 | Rs. 5,60,000.00 | Rs. 11,200.00 | 2 (Two) Months | Up to 16.00 Hrs on 16/05/2023 | At 17/05/2023 on 11.00 hrs. | https://tripuratenders.gov.in | Appropriate Class |
| 2 | 3rd Call/Major Repairing of 1 nos. Secondary level School under Jubarajnagar block of North Tripura District under Samagra Shiksha during the year 2022-23. DRAFT NIT NO: 74/EE/ENGG.CELL/Samagra/2022-23 | Rs. 2,50,000.00 | Rs. 5,000.00 | 2(Two) months | Up 16.00 Hrs 16/05/2023 | At 17/05/2023 on 11.00 hrs. | | |

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

ICA/C-348/23

**SHORT NOTICE INVITING TENDER NO:-04/EE/WRD-1/2023-24,**

Dated:- 02/05/2023.

The Executive Engineer, W.R. Division No. |, Kunjaban, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura', sealed percentage rate tender (5) from enlisted Contractors/ Firms/ Agencies / of PWD / TTAADC in appropriate class and also from the Contractors registered in the appropriate class of MES, Railways, CPWD and other state PWD in Form 7(seven) upto 3.00 P.M on 17/05/2023 for the following work. Tender may likely to-be opened on the same day at 3.30 P.M.if possible.

| Sl. No. | DNIT No. | Estimated Cost | Earnest Money | Time for completion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DNIT No. 20/EE/WRD-1/DNIT/2023-24 | Rs. 1,93,815.00. | Rs. 3,876.00 | 1(One)month. |
| 2 | DNIT No. 21/EE/WRD-1/DNIT/2023-24 | Rs.1,94,118.00. | Rs. 3,882.00 | 1(One)month. |
| 3 | DNIT No.22/EE/WRD-1/DNIT/2023-24 | Rs. 1,71,416.00 | Rs.3,428.00 | 1(One)month. |
| 4 | DNIT No. 23/EE/WRD-1/DNIT/2023-24 | Rs.3,75,995.00 | Rs.7,520.00 | 4(Four)months. |
| 5 | DNIT No. 24/EE/WRD-1/DNIT/2023-24 | Rs.2,98,757.00 | Rs.5,975.00 | 4(Four)months. |

The Last date and Time for receipt of application for issue of tender form is on 15/05/2023 upto 4.00 PM & Last date of Issue of tender form ison 16/05/2023 upto 4.00 PM. And last date of dropping of tender form is on 17/05/2023 upto 3.00 PM. The tender will be opened on the same day at 3.30 PM if possible.

For details please visit at Website: www.tenders.gov.in and/or www.tripurainfo.com

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C-352/23

(Er. Pankaj Kumar Raha)
Executive Engineer
W.R. Division No.1,
Kunjaban, Agartala

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

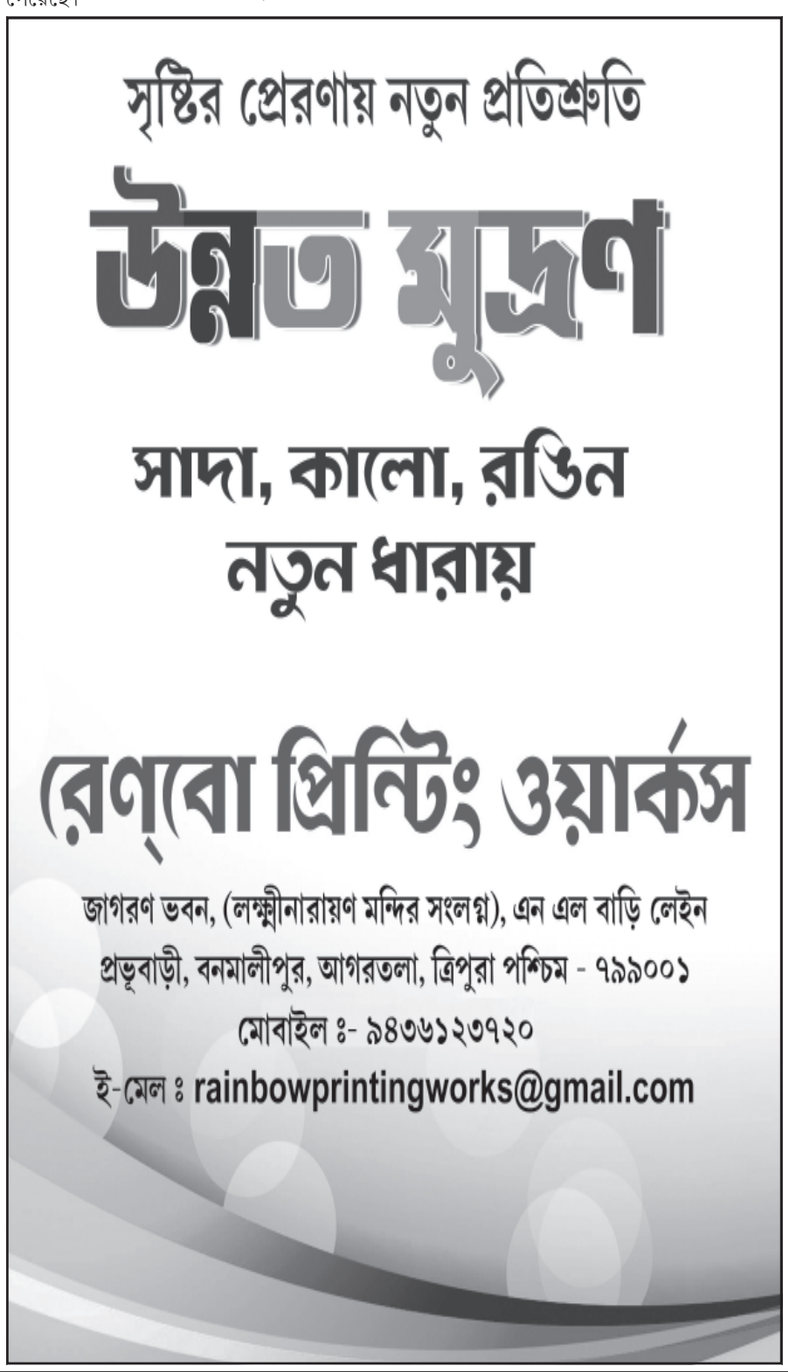

বৃহস্পতিবার আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়ুষ সিএইচও'দের নিয়ে রাজ্যভিত্তিক ওরিয়েন্টশান প্রোগ্রামে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

# জিবিপি হাসপাতাল সহ রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।।** আগরতলা সরকারি কেডিক্যাল কলেজটি দেশের যে কোনো মেডিক্যাল কলেজের তুলনায় কোনও অংশে কম নয়। এই কলেজের সুনাম আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রফেসর, চিকিৎসক সহ সকলস্তরের কর্মীদের আন্তরিকভাবে কর্তব্য পালন করতে হবে। আজ আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের সভাকক্ষে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে আয়োজিত পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। সভায় আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের অগ্রগতি ও সাফল্য পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতাল হচ্ছে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রের প্রধান মুখ। জিবিপি হাসপাতাল সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। জিবিপি হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো ধরণের সমস্যা দেখা দিলে তা দ্রত সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি হওয়ায় রেফারেল রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। যা রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে একটা ভালো দিক। চিকিৎসক সহ সকলস্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী সভায় উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎকদের সব সময় সেবার মনোভাব নিয়ে রোগীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা উচিত। হাসপাতালে এসে কোনো রোগীকে যাতে হয়রানির শিকার না হতে হয় সে বিষয়টিও চিকিৎসকদের গুরুত্ব সহ দেখতে হবে। কারণ মানুষ চিকিৎসকদের একটা বিশেষ সম্মানের চোখে দেখে। চিকিৎসকরা এমন এক পেশার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন যারা মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিয়ে থাকেন।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো ধরণের গাফিলতি সরকার বরদাস্ত করবেনা। এ'রে, সিটিস্ক্যান সহ বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট যাতে রোগীরা দ্রত পেতে পারে সে বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসা পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই জিবিপি হাসপাতালের প্রতিটি ওয়ার্ডকে নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো ধরণের অবহেলা করা কাম্য নয়। পাশাপাশি জিবিপি হাসপাতাল চত্বরে প্রয়োজনীয় সুরক্ষার বিষয়টিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে গুরুত্ব সহ দেখতে হবে। সভায় মুখ্যমন্ত্রী জিবিপি হাসপাতালের মেডিসিনের বিভিন্ন বিভাগকে একই ছাদের নীচে নিয়ে আসার পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্যও স্বাস্থ্য সচিবকে নিদের্শ দেন।

পর্যালোচনা সভায় আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডাঃ) সুবত বৈদ্য জানান, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে রাজ্যবাসীর প্রত্যাশা পূরণে ২০০৫ সালে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হয়। বর্তমানে এই মেডিক্যাল কলেজে বিভিন্ন বিভাগে পিজি আসন রয়েছে ৭৯টি। এছাড়া এমবিবিএস আসন রয়েছে ১২৫টি। এরমধ্যে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের জন্য জন্য আসন রয়েছে ৯৬টি, কেন্দ্রীয়স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আসন রয়েছে ১৯টি এবং উত্তর পূর্বা'লের ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে ১০টি আসন। তিনি জানান, আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ থেকে এখন পর্যন্ত ১৩৫৩ জন ছাত্রছাত্রী পাশ করেছেন। এরমধ্যে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে ১১৫৫ জন। পিজি কোর্সে এখন পর্যন্ত ২৪৩ জন এই মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করেছেন। এর মধ্যে রাজ্যের ছাত্রছাত্রী রয়েছেন ১৬৮ জন। সভায় অধ্যক্ষ জানান, জিবিপি হাসপাতালে বিভিন্ন বিভাগে বর্তমানে মোট ৭৩৩ টি শয্যা রয়েছে। এছাড়া আইসিইউ শয্যা রয়েছে ১৫১টি। হাসপাতালে আসা রোগীদের এ'-রে, সিটিস্ক্যান, এম আর আই সহ বিভিন্ন পরীক্ষা-নীরিক্ষার পরিষেবাও গুরুত্ব সহ করা হয়ে থাকে।

পর্যালোচনা সভায় স্বাস্থ্য সচিব ডা: দেবাশিষ বসু, ত্রিপুরা হেলথ সার্ভিসের অধিকর্তা ডা: শুভাশিস দেববর্মা, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা প্রফেসর (ডা:) এইচ পি শর্মা, মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জী সহ আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

## রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় নরসিংহ জয়ন্তী পালিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।।** বৃহস্পতিবার রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় নরসিংহ জয়ন্তী পালন করা হয়। উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠান হয় আগরতলা ইসকন মন্দিরে ভগবান নরসিংহের উপাসনার জন্য নিবেদিত একটি শুভ দিন বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দশী।এই তিথিতে পালন করা হয় নরসিংহ জয়ন্তী। ভগবান নরসিংহ তাঁর ভক্ত প্রহলাদকে রক্ষা করার জন্য এই দিনে আবির্ভূত হন এবং এই দিনটি তাঁর জন্মকে চিহ্নিত করে । এ উপলক্ষে আগরতলা স্থিত ইসকন মন্দিরে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হয়।

## বিলোনীয়ায় শুরু হল বৈশাখী মেলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৪ মে।।** দক্ষিণ জেলার জেলা সদর বিলোনিয়া তে শুরু হল বৈশাখী মেলা। আজ সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ বিলোনিয়া বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাবের উদ্যোগে চারদিনব্যাপী এই বৈশাখী মেলার শুভ সূচনা করেন ত্রিপুরা সরকারের যুব ও ক্রীড়া এবং সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জনজাতি ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার, বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ সহ অন্যান্য অতিথিগণ। আলোচনা রাখতে গিয়ে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া এবং মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন নতুন বছর এবং এই ধরনের মেলার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। চারদিনব্যাপী মেলাতে থাকবে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ,এছাড়াও মেলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রদর্শনী মন্ডপ খোলা হয়েছে। ওরিয়েন্টাল ক্লাবের পক্ষ থেকে সব সময়ের জন্য দুস্থ বস্ত্রহীন ব্যক্তিদের জন্য অব্যবহৃত বস্ত্র দানকেন্দ্র খোলা হয় যার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। আগামী ৭ই মে রবিবার মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠান। এই বৈশাখী মেলা কে ঘিরে জনগণের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ।

## শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে বন্ধ এক্সরে পরিষেবা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ মে।।** শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে দীর্ঘ অনেকদিন যাবৎ বন্ধহয়েআছে এক্স রে পরিষেবা। শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে প্রতিনিয়ত জেলার বিভিন্নপ্রান্তথেকে রুগিরা আসে। জেলাহাসপাতালে বিগতদিনে এক্স রে পরিষেবা সঠিকভাবে চললেও দীর্ঘ অনেকদিন যাবৎ মেশিন বিকল হয়েপরায় এক্স রে পরিষেবা বন্ধহয়েরেছে। এতেকরে দুরদুরান্ত থেকে আগত রুগিরা এক্স রে পরিষেবাথেকে বঞ্চীত হয়ে পরছে। সকলে এক্স রে রুমের সামনে গিয়ে নোটিশ বোর্ড দেখতেপান মেশিন নষ্ট। এই নোটিশ বোর্ড দেখে রুগিরা হতাশাগ্রস্থহয়ে ফিরে যেতেহয়। সকলে চাইছে জেলা হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা সঠিকভাবে প্রদানে স্বাস্থ্যদপ্তর যেন সঠিকপদক্ষেপ গ্রহন করে।

# কাঞ্চনপুরে স্কুলের গেইটের তালায় গালা, জনমনে কৌতুহল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।।** উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার সুব্রত নগর সিনিয়র বেসিক স্কুলে তালায় গালা লাগিয়ে দেয় দুষ্ট চক্র। বৃহস্পতিবার যথাসময়ে স্কুলে এসে তালা খুলতে না পেরে বিপাকে পড়েন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। সুব্রতনগর সিনিয়র বেসিক স্কুল খোলার সময়সূচী পার হয়ে গেলেও স্কুল খুলতে পারেননি শিক্ষক শিক্ষিকারা। স্কুল খোলার সময় সূচি ছিল সকাল ৭:৩০ এ। স্কুল গৃহের তালায় কে বা কারা তালায় গালা ব্যবহার করে বন্ধ করে দেওয়ায় তালা খুলতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক। স্কুল গৃহের বেশ কয়েকটি তালা এভাবেই গালা লাগিয়ে লক করে দিয়েছে দুষ্টচক্রটি। ঘটনা চৌঠা মে বৃহস্পতিবার সকালে। শিক্ষক শিক্ষিকা সহ ছাত্রছাত্রীরা এই ঘটনা দেখতে পেয়ে প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হন। স্কুল শিক্ষক শিক্ষিকারা এস এম সি কমিটির পাশাপাশি কাঞ্চনপুর থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ ছুটে আসে। পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় এস এম সি কমিটির উদ্যোগে তালা ভেঙ্গ ৯ টা ১৫ নাগাদ সুব্রতনগর সিনিয়র বেসিক স্কুল খোলা হয়। এর পেছনে কি রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে, তা নিয়ে জনমনে কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার আসল রহস্য উদঘাটনের দাবি উঠেছে।

# রিয়াং শরণার্থী পুনর্বাসনের লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ প্রশাসনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।।** ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসন দেওয়ার লক্ষে সরকার উত্তর ত্রিপুরা জেলার ভান্ডারীমা এডিসি ভিলেজে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ভান্ডারীমা এডিসি ভিলেজে মিজোরাম থেকে আগত রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তাদেরকে ওই এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার উপযোগী জমি প্রধান বাসগৃহ নির্মাণ এবং স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য বনদপ্তর এর এক আধিকারিকরা ওই এলাকা পরিদর্শন করে পুনর্বাসনপ্রাপ্তদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সেইসব বিষয় খতিয়ে দেখে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট প্রদান করবেন বলে জানিয়েছেন। ওই এলাকার জলাশয়কে কাজে লাগিয়ে একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদন অন্যদিকে মৎস্য চাষের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের তরফ থেকে ওইসব পরিবারকে পি আর টি সি , এস টি সার্টিফিকেট সহ অন্যান্য যাবতীয় সরকারি কাগজপত্র করে দেওয়া হচ্ছে। ব্রু রিয়াংদের স্বাবলম্বন করতে বনদপ্তর থেকে পুকুরের ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে এবং মৎস্য দপ্তর থেকে তাদের মাছ চাষ করে জীবিকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে। যাতে করে দুবছর পর তারা নিজেরাই স্বাবলম্বী হতে পারে।

# দিল্লিতে কুস্তিগিরদের প্রতিবাদ আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে রাজ্যেও রাস্তায় নামল এআইডিএসও

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।।** দিল্লিতে কুস্তিগিরদের প্রতিবাদ আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও রাস্তায় নামল এআইডিএসও। বৃহস্পতিবার সংগঠনের তরফে রাজধানীর বটতলায় সংহতি দিবস পালন করে। সংহতি দিবস পালনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রাম প্রসাদ আচার্য, সভাপতি মৃদুল কান্তি সরকার সহ অন্যরা। সম্প্রতি ডাব্লিউ এফ আই- র সভাপতির বিরুদ্ধে দেশের কতিপয় কুস্তিগিররা যৌন হয়রানির অভিযোগ এনে আন্দোলনে নামেন। অভিযুক্তকে পদ থেকে সরানোর দাবিতে কয়েকদিন ধরে তারা দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। অভিযোগ বুধবার রাতে দিল্লি পুলিশ আন্দোলন কারীদের উপর আক্রমণ সংঘটিত করেছে। এরও প্রতিবাদ জানান তারা।

# উত্তর প্রদেশ পুর নির্বাচনে জয়ের বিষয়ে আশাবাদী মায়াবতী, বসপা প্রধান বললেন আমরা একাই লড়ছি

লখনউ, ৪ মে (হি.স.): উত্তর প্রদেশে পুরনির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশা ব্যক্ত করলেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। তিনি বলেছেন, 'অন্য কোনও দলের সমর্থন ছাড়াই আমাদের দল একাই এই নির্বাচনে লড়ছে।'

বৃহস্পতিবার সকাল সকাল নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। তার আগে মায়াবতী বলেছেন, 'অন্য কোনও দলের সমর্থন ছাড়াই আমাদের দল একাই এই নির্বাচনে লড়ছে। আমরা আশাবাদী যে আমাদের দল ভাল সাড়া পাবে এবং আমরা ইতিবাচক ফলাফল পাব। আমি চাই রাজ্যের সমস্ত নাগরিক এই নির্বাচনে নিজেদের ভোট দিন।'

মায়াবতী আরও বলেছেন, 'উত্তর প্রদেশে পৌর নির্বাচনের প্রথম ধাপ এটি। অন্য দলের সমর্থন ছাড়াই আমাদের দল এই নির্বাচনে লড়ছে। আশা করি আমরা ইতিবাচক সাড়া পাব।' বিজেপি নেতা সুধাংশু ত্রিবেদী লখনউ-এর ২৬৭ নম্বর ওয়ার্ডে শেরউড একাডেমিতে ভোট দিয়েছেন। উত্তর প্রদেশ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আগামী ১১ মে দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ হবে। গণনা হবে ১৩ মে।উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশের ৩৭টি জেলায় প্রথম দফার পুর নির্বাচনে বৃহস্পতিবার ভোট নেওয়া হচ্ছে। ১০ জন মেয়র এবং কর্পোরেটদের নির্বাচিত করবেন ভোটাররা। ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরই, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, গোরক্ষপুরের একটি বুথে ভোট দেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ভোট দেন লখনউতে। প্রয়াগরাজে ভোট দেন উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য। দ্বিতীয় দফা পৌর নির্বাচন হবে ১১ মে। ১৩ মে ভোট গণনা।

# মহারাষ্ট্রের পুনেতে তিন বিল্ডিং নির্মাতার বাড়িতে আয়করের হানা

মুম্বই, ৪ মে (হি.স.) : বৃহস্পতিবার সকালে মহারাষ্ট্রের পুনে শহরের তিন বিল্ডিং নির্মাতার বাসভবন ও অফিস সহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালায় আয়কর বিভাগের দল। বেহিসাবি সম্পদ ও কর ফাঁকির ঘটনায় এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।আয়কর বিভাগ এই পদক্ষেপ সম্পর্কে কোনও তথ্য দেয়নি, তবে সূত্র জানিয়েছে, আয়কর বিভাগের এই পদক্ষেপটি বেহিসাব সম্পদ এবং কর ফাঁকির তদন্তের জন্য করা হচ্ছে। এ খবর লেখা পর্যন্ত আয়কর দফতরের অভিযান চলছিল। আয়কর বিভাগের দল আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করছে।

আয়কর বিভাগ পুনের বিল্ডারদের কাছ থেকে কর ফাঁকি এবং বেহিসাবি সম্পদের অভিযোগ পেয়েছিল। এর ভিত্তিতে এদিন সকাল থেকে পুনের সিদ্ধ সোসাইটিতে বসবাসকারী তিন নির্মাতার বাড়িতে অভিযান শুরু করে আয়কর দফতরের দল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এর আগে আয়কর বিভাগ নাসিকের বিল্ডারদের উপর টানা ছয় দিন অভিযান চালিয়েছিল এবং ৩,৩৩৩ কোটি টাকার বেহিসাব লেনদেন উদ্ধার করা হয়েছিল।

# মৎস্য উৎপাদনে রাজ্যকে স্বয়ম্ভর করে তুলতে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে ঃ মৎস্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।।** গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে প্রাণীসম্পদ পালন ও মৎস্যচাষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাজ্য সরকার প্রাণীপালন ও মৎস্যচাষের মাধ্যমে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার যুবক যুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই দুটি ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ হবে। উনকোটি সার্কিট হাউসে গতকাল প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও মৎস্য দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভায় প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও মৎস্য মন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। পর্যালোচনা সভায় তিনি আরও বলেন, প্রাণীজ খাদ্য ও মৎস্য উৎপাদনে রাজ্যকে স্বয়ম্ভর করে তুলতে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। উনকোটি জেলায় যেসব জলাশয় কোন কাজে লাগেনা সেগুলিকে সংস্কার করে মৎস্যচাষের উপযোগী করে তুলতে হবে। বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করার জন্য গ্রামীণ এলাকার বেকার যুবক যুবতীদের উৎসাহিত করতে হবে। তিনি মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ণে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের আরও যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে প্রাণী সম্পদ ও মৎস্য চাষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পর্যালোচনা সভায় জেলার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির খোঁজখবর নেন।

পর্যালোচনা সভায় প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উপঅধিকর্তা ডা. সমীরণ সিনহা ও মৎস্য দপ্তরের উপঅধিকর্তা জয়ন্ত চক্রবর্তী গত অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পে যে সমস্ত কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে তা তুলে ধরেন। তাছাড়াও সভায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক আগামী অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনাও তুলে ধরেন। পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস, সহকারি সভাধিপতি শ্যামল দাস, কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, গৌরনগর পাঁয়েত সমিতি, পেঁচারথল ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যানগণ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও মৎস্য দপ্তরের প্রধান সচিব বি এস মিশ্র, মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা মোসলেম উদ্দিন আহমেদ, উনকোটি জেলার জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা, কৈলাসহর ও কুমারঘাট মহকুমার মহকুমা শাসকগণ ও জেলার বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ।

## চড়িলামে স মিল ও জেনারেটর উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।।** বাঁশ বাগানের ভিতর থেকে সমিল ও জেনারেটর উদ্ধার করলো বন কর্মীরা। গোপন খবরের ভিত্তিতে চড়িলাম ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের সমস্ত কর্মীরা অভিযানে নামে বৃহস্পতিবার।মধুপুর ধনছড়ি এলাকায় বাঁশবাগান এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি নম্বরবিহিন গাড়ির মধ্যে সমিল ও জেনারেটর বাজেয়াপ্ত করে। ধারণা বেআইনিভাবে কাঠ চেরাই করা হতো করতো বনদস্যুরা। এগুলি বনকর্মীরা চড়িলাম ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে নিয়ে আসেন।অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন জম্পুজলা ফরেস্ট প্রটেকশন ইউনিটের ইনচার্জ সুকান্ত দাস। সঙ্গে ছিলেন চড়িলাম ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার বিজয় শীল এবং বিকাশ দাস।

# মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ার উপস্থিতিতে দক্ষিণ জোলাইবাড়ী গ্রামপঞ্চায়েতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ মে।।** জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রথেকে জয়লাভের পর প্রতিনিয়ত জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়নে কাজকরেচলছে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের জনপ্রিয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। মন্ত্রীর উন্নয়নের কর্মসুচী দেখে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে জোলাইবাড়ী বাসীর নয়নের মনি হিসাবে পরিচিতি লাভকরেছেন। বিগতদিনে জোলাইবাড়ী বাসী এমনধরনের উন্নয়নকর্মসুচী দেখেননি। বৃহস্পতিবার মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের দক্ষিন জোলাইবাড়ী গ্রামপঞ্চায়েতের আধিকারিক এবং পঞ্চায়েত পরিচালনার সমস্ত কমিটির সদস্যদের নিয়ে এক আলোচনাসভায় মিলিত হন। এই আলোচনা সভার মূল উদ্দ্যেশ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ট ত্রিপুরাগঠন ও জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়ন। তারপাশাপাশি দক্ষিন জোলাইবাড়ী গ্রামপঞ্চায়েতের বসবাসকারী লোকজনেরা যাতেকরে সমস্তপ্রকারের সুযোগ সুবিধা পেতে পারে তারই প্রয়াসে আজকের এই আলোচনা সভার আয়োজন করাহয়। আজকের এই আলোচনাসভার মাধ্যমে এই পঞ্চায়েত এলাকায় বসবাসকারী লোকজনরা কোনোপ্রকারের অসুবিধার সন্মুখিন হচ্ছেকিনা এবং এই সকল সমস্যা কিভাবে দ্রুততার সহিত সমাধান করাযায় তানিয়ে আলোচনা করাহয়। মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়ার এইধরনের উদ্দ্যোগে খোবইখুশি জোলাইবাড়ীবাসী।

এসইউসিআই'র উদ্যোগে বটতলায় সংহতি দিবস পালন করা হয় দিল্লিতে কুস্তিগিরদের উপর যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।